USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান
(২০১০-২০১৫)

মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি
খুটাখালী, চকরিয়া, কক্সবাজার

Department of Environment

সূচিপত্র

পার্ট - ১ ঃ বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যুসমূহ			
ক্রমিক নং	**বিষয় বস্তু**	**ঃ**	**পৃষ্ঠা নং**
১.০	ভূমিকা	ঃ	২
১.১	অবস্থান এবং গঠন	ঃ	২
	চিত্র ১ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকাসমূহ	ঃ	৩
	চিত্র ২ঃ মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের মানচিত্র	ঃ	৪
	চিত্র ৩ ঃ মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপ এলাকার মানচিত্র	ঃ	৫
১.২	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	ঃ	৬
২.০	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের বৈশিষ্ট্যসমূহ	ঃ	৭
২.১	জীববৈচিত্র্যের গুর ত্ব	ঃ	৭
২.২	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের উপকারিতা	ঃ	৭-৮
২.৩	বন্যপ্রানী সংরক্ষন	ঃ	৮
২.৪	বনাঞ্চলের সীমারেখা	ঃ	৮
২.৫	বনাঞ্চলের জীব-ভৌত অবস্থা	ঃ	৮-৯
৩.০	জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল	ঃ	৯
৩.১	প্রতিবেশ/বাস্তুতন্ত্র (উদ্ভিদ ও প্রানীকূলের সহিত পরিবেশের সম্পর্ক) বিশেণ্ডষন	ঃ	৯
৩.১.১	বনাঞ্চল ভিত্তিক পন্য	ঃ	৯
৩.২	জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার	ঃ	৯
৪.০	জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা	ঃ	১০
৪.১	বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা	ঃ	১০
৪.২	বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা	ঃ	১০
৪.৩	জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন এবং পুনর দ্ধার	ঃ	১১
৪.৪	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	১১
৪.৫	বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পন্য ব্যবস্থাপনা	ঃ	১১
৪.৬	অংশগ্রহনমূলক মনিটরিং	ঃ	১২
৪.৭	প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যু সমূহ	ঃ	১২
৫.০	ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা	ঃ	১২
৫.১	ল্যান্ডস্কেপ এ্যাপ্রোচ	ঃ	১২
৫.২	রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা	ঃ	১৩
৫.৩	ভূমি ব্যবহার এর বর্তমান অবস্থা	ঃ	১৩
৫.৪	সংশিণ্ডষ্ট/সংলগ্ন গ্রামসমূহ	ঃ	১৩
৫.৫	ষ্টেকহোল্ডার বিশেণ্ডষণ	ঃ	১৩-১৪
৫.৬	কৃষি জমি এবং বসতভিটার ব্যবহার	ঃ	১৪
৫.৭	বনভূমির অবৈধদখল	ঃ	১৪
পার্ট - ২ ঃ রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে কৌশলগত সুপারিশ সমূহ			
১.০	রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	ঃ	১৬
১.১	উদ্দেশ্য	ঃ	১৬

১.২	সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	ঃ	১৭
১.২.১	সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	১৭
১.২.২	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ	ঃ	১৭
১.২.৩	সুবিধা সমূহের বন্টন	ঃ	১৮
১.২.৪	ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল/এনডোমেন্ট ফান্ড/ঘূর্ণায়মান তহবিল	ঃ	১৮
২.০	আবাসস্থল পূনর"দ্ধার কর্মসূচি	ঃ	১৮
২.১	উদ্দেশ্যসমূহ	ঃ	১৮
২.২	বর্তমান বনাঞ্চল এবং তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদ করন	ঃ	১৯
২.৩	সীমানা চিহ্নিতকরন	ঃ	১৯
২.৪	অবৈধভাবে গাছ কাটা/বনে আগুন দেয়া/বিল সেচা/পশু চরানো নিয়ন্ত্রন করা	ঃ	১৯
৩.০	ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	ঃ	২০
৩.১	উদ্দেশ্য	ঃ	২০
৩.২	তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা	ঃ	২০
৩.৩	রক্ষিত এলাকার মুল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা	ঃ	২০
৩.৩.১	আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম	ঃ	২০
৩.২.১.১	এনরিচমেন্ট পণ্ডান্টেশন	ঃ	২০
৩.৩.১.২	ঘাস জমির উন্নয়ন	ঃ	২০
৩.৩.১.৩	জলাশয় রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	২১
৩.৩.১.৪	বিশেষ ধরনের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	২১
৩.৪	আবাসস্থল পূনর"দ্ধার কার্যক্রম	ঃ	২১
৩.৪.১	ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা	ঃ	২১
৩.৪.২	পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পুনর"দ্ধার	ঃ	২১
৩.৫	তদসংলগ্ন বাফার অঞ্চল সহ ল্যান্ডস্কেপ জোন	ঃ	২১
৩.৫.১	বাফার অঞ্চল	ঃ	২১
৩.৫.২	ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল	ঃ	২১
৪.০	জীবিকায়ন এবং ভ্যালু চেইন কর্মসূচী	ঃ	২২
৪.১	উদ্দেশ্য	ঃ	২২
৪.২	ভেলু চেইন এবং কনর্জারভেশন এন্টারপ্রাইজ	ঃ	২২
৪.৩	কৃষি এবং হর্টিকালচার ফসল	ঃ	২২
৪.৩.১	সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা	ঃ	২২
৪.৩.২	উচ্চফলনশীল ফসলের চাষাবাদ	ঃ	২২
৪.৩.৩	ভিলেজ নার্সারী	ঃ	২২
৪.৩.৪	হর্টিকালচার	ঃ	২২
৪.৩.৫	মৎস চাষ	ঃ	২২
৪.৩.৬	বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	২২
৪.৩.৭	হস্ড়শিল্প এবং তাঁতশিল্প	ঃ	২৩
৪.৩.৮	উন্নত চুলা	ঃ	২৩
৫.০	ফেসেলিটিস (অবকাঠামো মূলক) উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	২৩
৫.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৩

৫.২	সুবিধাদি উন্নয়ন	ঃ	২৩
৫.৩	বনে রাস্ড়/ট্রেইল নির্মান ও সংস্কার	ঃ	২৩
৬.০	দর্শনাথীর ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি	ঃ	২৩
৬.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৩
৬.২	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২৩
৬.২.১	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরন	ঃ	২৩
৬.২.২	সুবিধাদির উন্নয়ন	ঃ	২৪
৬.২.২.১	প্রবেশ ফি	ঃ	২৪
৬.২.২.২	প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল	ঃ	২৪
৬.২.২.৩	পিকনিকের জন্য সুবিধাদি	ঃ	২৪
৬.২.২.৪	কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২৪
৬.২.২.৫	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রন	ঃ	২৪
৬.৩	সংরক্ষন বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা	ঃ	২৪
৬.৩.১	পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম	ঃ	২৪
৬.৩.২	পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা	ঃ	২৪
৭.০	কমিউনিটি মনিটরিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরন কর্মসূচী	ঃ	২৫
৭.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৫
৭.২	অংশগ্রহন মূলক মনিটরিং	ঃ	২৫
৭.৩	প্রশিক্ষন	ঃ	২৫
৮.০	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	২৫
৮.১	উদ্দেশ্যসমূহ	ঃ	২৫
৮.২	স্টাফিং	ঃ	২৫
৮.৩	দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ	ঃ	২৬
৯.০	বাজেট	ঃ	২৬
৯.১	প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক বাজেট প্রাক্কলন	ঃ	২৬
৯.২	বাজেট পরিবর্তন/পরিমার্জন	ঃ	২৬
১০.০	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর ধারাবাহিকতার বজায় রক্ষার কৌশল	ঃ	২৬
১০.১	আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন	ঃ	২৬
১০.২	ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	২৬-২৭
১০.৩	দীর্ঘমেয়াদী এবং সম্মনিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা	ঃ	২৭
১০.৪	‘নিসর্গ নেটওয়ার্কের’ পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরন	ঃ	২৭
১০.৫	মত বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন	ঃ	২৮
১১.০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	২৮
১১.১	জলবায়ু পরিবর্তন	ঃ	২৮
১১.২	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ	ঃ	২৮
১১.৩	মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ	ঃ	২৮
১১.৩.১	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	ঃ	২৮
১১.৩.২	অতি বৃষ্টিপাত	ঃ	২৮
১১.৩.৩	নদীর ক্ষীণ প্রবাহ	ঃ	২৯

১১.৩.৪	আকস্মিক বন্যা	ঃ	২৯
১১.৩.৫	খরার প্রকোপ	ঃ	২৯
১১.৩.৬	ঝড় ঝঞ্ঝা	ঃ	২৯
১১.৩.৭	নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন	ঃ	২৯
১১.৪	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের জন্য করণীয় অভিযোজন সমূহ	ঃ	২৯
১১.৪.১	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি/ঝড় ঝঞ্ঝা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত জনিত কৃষি ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৯-৩০
১১.৪.২	পানির ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩০
১১.৪.৩	স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩০
১১.৪.৪	উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩০
১১.৪.৫	খরা ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩০
১১.৫	অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ	ঃ	৩১
১১.৬	স্থানীয় জনগন কর্তৃক চিহ্নিতকৃত মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজতিন ক্ষয়ক্ষতি এবং সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	৩১-৩৭
	পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সম্ভাব্য)	ঃ	৩৮-৪৫

পার্ট - ১

বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যুসমূহ

১.০ ভূমিকা

মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকার গুলোর মধ্যে অন্যতম। এক কালে এই বনভূমিতে অতিব ঘন দর্শনীয় বিশাল বিশাল আকৃতির চিরহরিৎ গর্জন গাছ সহ হাতি, চিতাবাঘ প্রভৃতি বন্যপ্রানীতে ভরপুর ছিল। পাখ পাখালীর সুমধুর কাকলীতে এখানকার লোকজনের ঘুম ভাঙ্গতো। কালের বির্বতনে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে এই দর্শনীয় গর্জন বন তার ঐতিহ্য হারাতে চলেছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে বনের ভিতর জনগণের ঘরবাড়ি তৈরী, অবৈধভাবে বৃক্ষ নিধন, বনভূমি জবরদখল ও বনের উপর নির্ভরশীলতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় আগের সেই দর্শনীয় গর্জন বন এখন অনেকাংশে ম্ণ্ঢান হয়ে গেছে। আমরা আবারও গড়ে তুলতে চাই জীববৈচিত্র্যে ভরপুর তথা গর্জন গাছে সম্বৃদ্ধ এ জাতীয় উদ্যান। এই লক্ষ্যে অবৈধ বৃক্ষ নিধন, জবরদখল বন্ধকরন, তথা জীববৈচিত্র সংরক্ষনের লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করাই আইপ্যাকের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে এর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের সাথে সাথে বনের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হাতে কলমে প্রনয়ন এবং এর বাস্ড়বায়ন সম্পর্কে পারদর্শী করে তোলাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

যাহোক মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের জন্য গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের স্বল্প মেয়াদী (তিন দিন) প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রনীত এই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যা আইপ্যাক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মী (Performance Monitoring and Applied Research Associate) সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নে দিক নির্দেশনা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

১.১ অবস্থান এবং গঠন

কক্সবাজার জেলা থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তরে চকরিয়া উপজেলাস্থ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পশ্চিম ও পূর্ব পার্শ্বে এই জাতীয় উদ্যান অবস্থিত। ৩৯৫.৯৩ হেক্টর বনভূমি নিয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন নং পবম (শা-৩)-৩২/২০০৩/৩৫৬ তারিখ: ০৪/০৪/২০০৪ মূলে গেজেট বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান ঘোষনা করা হয়। এই ৩৯৫.৯৩ হেক্টর বনভূমির মধ্যে চকরিয়া উপজেলাধীন মেধাকচ্ছপিয়া বণ্ঢকের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৩৫৮.৯৯ হেক্টর এবং রক্ষিত বনাঞ্চলে ৩৬.৯৪ হেক্টর বনভূমি রয়েছে। এই বন প্রাকৃতিক গর্জন আচ্ছাদিত শতবর্ষী পুরাতন মা গর্জন গাছ সম্বৃদ্ধ এক দর্শনীয় বন। উঁচু নীচু পাহাড় ও সমতল ভূমিতে এই বনাঞ্চলটির অবস্থান। মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানেরঃ

- ❖ উত্তরে পাগলীর বিল মৌজা ও উত্তর মেধাকচ্ছপিয়া,
- ❖ দক্ষিণে খুটাখালী হাই স্কুল, খুটাখালী ও নলবুনিয়া
- ❖ পূর্বে জঙ্গল খুটাখালী রিজার্ভ ফরেস্ট / খুটাখালী বিট, এবং
- ❖ পশ্চিমে বাক্কুম পাড়া, দক্ষিণ মেধাকচ্ছপিয়া ও মধ্যম মেধাকচ্ছপিয়া

এখানে চিরহরিৎ ও মিশ্র চিরহরিৎ উষ্ণ-মন্ডলীয় পাহাড়ী বনভূমি বিদ্যমান। এর মাটি প্রধানতঃ কর্দমাক্ত হতে কর্দমাক্ত দো-আশঁ এবং পাহাড়ে কর্দমাক্ত দো-আশঁ হতে মোটা বালি বিদ্যমান। বেশ কিছু পাহাড়ী ছড়া পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে মাতামুহুরী নদীতে পতিত হয়েছে।

IPAC Clusters and Sites

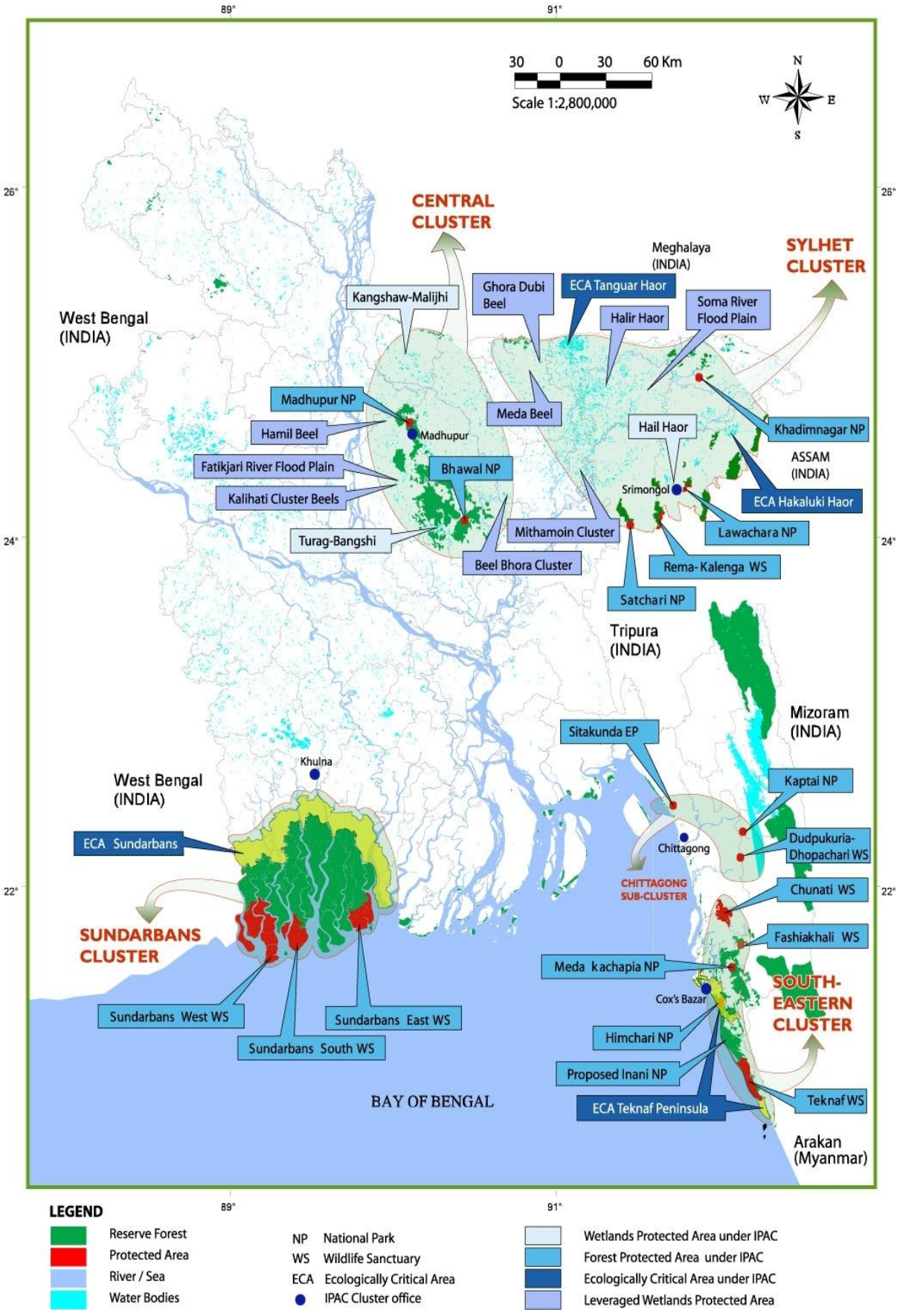

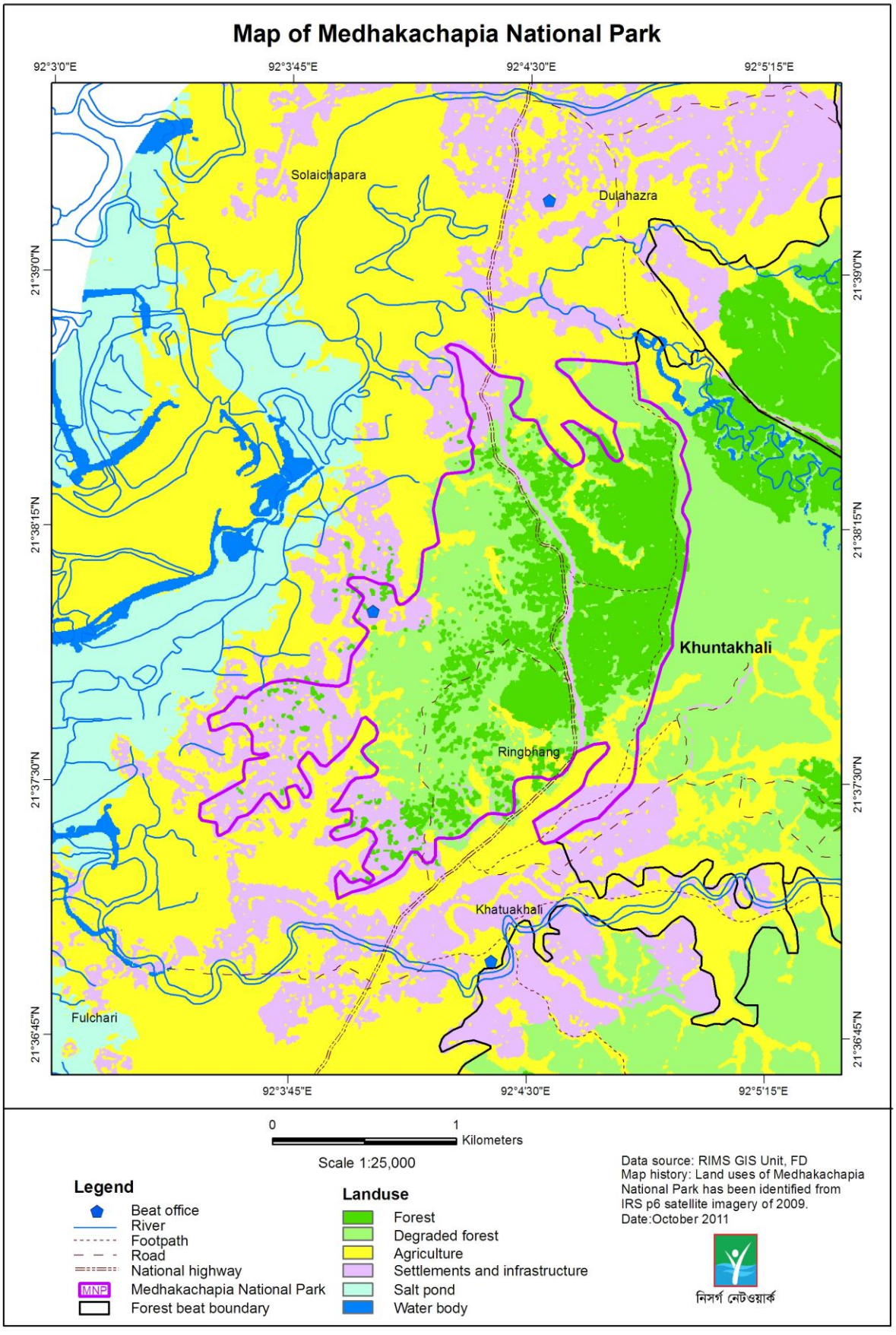

চিত্র ১ ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা সমূহচিত্র ২ ঃ মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের ম্যাপ

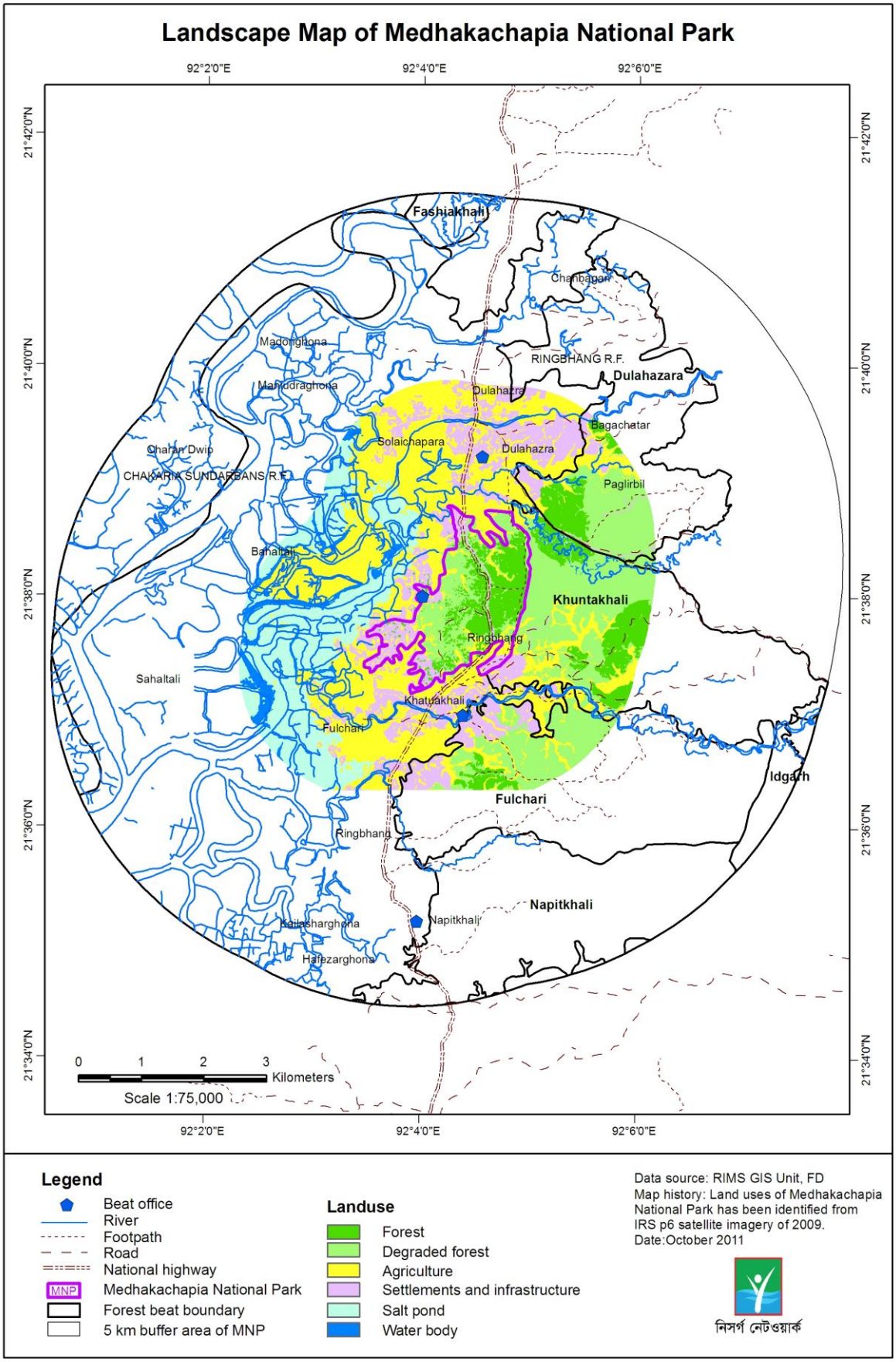

চিত্র ৩ ঃ মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ

১.২ সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত করে এমন একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যার প্রধান লক্ষ্য হবে রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষনের পাশাপাশি বনের উপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় এর ব্যবস্থা করার মাধ্যমে বনের উপর চাপ কমানো। এতদউদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা সহ-ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত নেতৃবৃন্দ ও জনগনের মতামতের ভিত্তিতে নিজেরাই প্রনয়ন করবে। যে বিষয়গুলি সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অন্ড়ভূর্ক্ত থাকবে তা নিম্নরূপ:

- **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে মেদাকচ্চপিয়া জাতীয় উদ্যান অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ন। এই জাতীয় উদ্যানে উদ্ভিদ এবং বন্যপ্রাণী বৈচিত্রের কোন জরিপ হয়নি। তবে উদ্যানের প্রধান প্রধান উদ্ভিদ গুলোর মধ্যে গর্জন, কড়ই, চাপালিশ, বাটনা, জাম, জার"ল, বেনা, কামদেব, আলাদিয়া, গোদা, শেওড়া প্রভৃতি উলেণ্ঢখযোগ্য। বন্যপ্রাণী প্রজাতির মধ্যে হাতি, বানর, মায়া হরিণ, ধনেশ, বানর, অজগর প্রভৃতি উলেণ্ঢখযোগ্য। অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে এবং অপরিকল্পিত বনজ সম্পদ আহরণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণী মারাত্নক হুমকির সম্মুখীন। তাই এ জাতীয় উদ্যানের উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণ অত্যন্ড় জর"রী।

- **ল্যান্ডস্ক্যাপের উন্নয়ন:** মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপে বসবাসকারী জনগন বনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বসবাসকারী জনগণের বন নির্ভলশীলতা কমানোর জন্য এ এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের সম্প্রসারণ এবং জনগণের বিকল্প কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা না গেলে প্রাকৃতিক সমম্পদের উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

- **ইকো-ট্যুরিজম সম্প্রসারণ:** মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের উত্তর দিক সংলগ্ন বাংলাদেশের একমাত্র সাফারী পার্ক বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত বিধায় এখানে প্রচুর পর্যটকের সমাগম ঘটে। এখানে আরো বেশ কিছু ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান রয়েছে, যেমন: প্রাকৃতিক ভাবে লবণ উৎপাদনের মাঠ, প্রাকৃতিক জীববৈচিত্রের উপর গবেষকদের গবেষণার ক্ষেত্র প্রভৃতি উলেণ্ঢখযোগ্য। এসব এলাকা সম্পর্কে জনগনকে ব্যাপকভাবে জানানোর মাধ্যমে এলাকার ইকো-টুরিজমকে আরো সম্প্রসারিত করা সম্ভবপর।

- **জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা:** বনের গাছপালা কমে যাওয়ায় প্রতি বছর পাহাড় ধ্বংস হচ্ছে। তাছাড়া এখানে বন্যা ও জলাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে। তাই প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করা প্রয়োজন।

- **বনজ সম্পদের অপব্যবহার রোধ:** প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে এখানে গর্জনসহ বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরাজি, বন্য পশুপাখি, পাথর ইত্যাদি উলেণ্ঢখযোগ্য। অবৈধভাবে স্থানীয় জনগোষ্টী এ সব অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করছে এবং ধ্বংস করছে। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিটি প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

- **বন নির্ভরশীল জনগোষ্টীর উন্নয়ন:** অতি দারিদ্র্যের কারণে এলাকার বহু লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বন নির্ভরশীল জনগোষ্টীর বিকল্প কর্ম সংস্থান/আয়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা না হলে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ অত্যন্ড় কঠিন হবে।তাই স্থানীয় বন নির্ভরশীল জনগোষ্টীর বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

- **রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি:** মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান একটি সংরক্ষিত বন।এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সরকারের বিভিন্ন আইন-কানুন রয়েছে। তাই এ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও জনগোষ্টীর ব্যবহারের ব্যাপারে জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহন করা প্রয়োজন।

২.০ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের বৈশিষ্টসমূহ

২.১ জীব বৈচিত্র্যের গুর"ত্ব

কোন এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের গুর"ত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। জীববৈচিত্র্য প্রতিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের ছাড়া পরিবেশ ও প্রতিবেশ কল্পনাও করা যায় না। জীববৈচিত্র্য যে কোন নিদিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খলের প্রধান নিয়ামক। এদের ছাড়া খাদ্য উৎপাদন, পচন এবং পুনরায় খাদ্য শৃঙ্খলে ফিরে আসা অসম্ভব। বাস্তুতন্ত্রের সকল জীব ও জড় উৎপাদনের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে জীববৈচিত্র্য গুর"ত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হলে মানুষের অস্ড়িত্বও হুমকির মধ্যে পড়বে। জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব নিম্নরূপ:

- **প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা:** প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্য এক গুর"ত্বপূর্ন অবদান রাখে। উদ্ভিদ ও প্রাণী তার জীবন চক্রের প্রতিটি ধাপে এক অন্যের উপর নির্ভরশীল।

- **ইকো-টুরিজমের উন্নতি সাধন:** এখানে বিদ্যমান ইকো-টুরিজম স্পট সমূহের যোগাযোগ, প্রচার ও বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সমূহ আরো উন্নত করা হলে ইকো-টুরিজম স্পটগুলো আরো আর্কষণীয় আয় বর্ধক ক্ষেত্র হিসেবে পরিগনিত হতে পারে।

- **ভূ-প্রাকৃতিক ব্যবস্থার উন্নতি:** এলাকায় বিদ্যমান পাহাড়, ছড়া ও জলাশয়গুলো বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা হলে জীববৈচিত্র্য আরো সম্মৃদ্ধ হবে। সেই লক্ষ্যে ভূ-প্রাকৃতিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন।

- **জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ:** মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের উপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নির্ভরশীলতা ব্যাপক। ফলে এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ দিন দিন ধ্বংস হচ্ছে। তাছাড়া বাড়ছে প্রাকৃতিক দূর্যোগ। তাই জলবায়ু পরিবর্তন রোধ কল্পে প্রাকৃতিক বন রক্ষার উদ্যোগ নেওয়া অত্যাবশ্যক।

- **দেশের মোট বনাচ্ছাদিত ভুমির পরিমাণ বৃদ্ধি:** জন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদী জমির বৃদ্ধির সাথে সাথে বনভূমি সংকোচিত হচ্ছে। তাই জবরদখলকৃত বনভূমি পুনর"দ্ধার সহ বৃক্ষ শূন্য পাহাড় বনায়নের মাধ্যমে বন আচ্ছাদিত ভূমির পরিমান বৃদ্ধিসহ বনাঞ্চল সংরক্ষণে বিদ্যমান আইন আরো যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

২.২ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপযোগিতা / উপকারিতা

- **বিপন্ন প্রাণী বাঁচিয়ে রাখা:** ফ্ল্যাগশিপ বন্যপ্রানী হাতি সহ অন্যান্য বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণে, আবাস্থল পুনর"দ্ধারের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের জন্য অতীব জর"রী।

- **বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বৃদ্ধি:** বিপদাপন্ন প্রজাতি সমূহের জন্য নিরাপদ আবসস্থল সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃক্ষ রোপণ ও বন্যপ্রাণী প্রজাতির প্রজননের ব্যবস্থা করা।

- **দরিদ্র জনগোষ্টীর জীবন ও জীবিকার ইতিবাচক পরিবর্তন:** বিভিন্ন বিকল্প আয় বর্ধক কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্টীর অর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা দরকার যাতে তারা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারে।

- **পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন:** বিদ্যমান প্রাকৃতিক পর্যটন স্পট সমূহের প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্ড়বায়ন করা।

- **ভুমিক্ষয় প্রতিরোধ:** ব্যাপক হারে বনায়ন করে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

- **কার্বন বাণিজ্যের বিস্তার ও সবুজ আচ্ছাদন বাড়ানো :** আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে, উন্নত বিশ্ব প্রতি মূহুর্তে যে অতিরিক্ত কার্বন বাতাসে ছড়াচ্ছে অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশের সবুজ বনানী ও

তা শোষন করছে বিধায় উন্নত বিশ্ব হতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশা দেখা দিয়েছে। কাজেই এ সম্ভবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে আমাদের পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন। উলেণ্ঢখ্য যে সুন্দরবন সহ আরও সাতটি রক্ষিত এলাকার বনে কি পরিমান কার্বন শোষন করছে তা আইপ্যাক কর্তৃক নির্নয় করা হচ্ছে।

২.৩ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

'বন আইন ১৯২৭' এবং 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪' অনুযায়ী মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ সংরক্ষণ কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগ কর্তৃক করা হচ্ছে।

বাধা সমূহ ঃ

- ❖ চোরা শিকারীরা ফাঁদ পাতে বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় এ উদ্যানে বন্যপ্রাণী শিকার করে।এ ধরনের শিকার বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া জর"রী।
- ❖ কৃষি কাজের জমি তৈরী করতে, ছন সংগ্রহ করতে বা পান চাষের জন্য বনে আগুন দেওয়া হয়। এর ফলে বন্যপ্রাণী আতঙ্কিত হয় এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হয়। তাই এ সকল কার্যক্রম বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে।
- ❖ বন্যপ্রাণীর খাবার সরবরাহকারী উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, ফলে সৃষ্ট খাবার সংকটের কারনে বন্যপ্রাণী লোকালয়ে প্রবেশ করছে অতঃপর মানুষের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে। পর্যাপ্ত বনাচ্ছাদন না থাকায় এবং বিশেষ বিশেষ বন্যপ্রাণীর প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ প্রজাতির গাছ এবং বড় গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় আবাস্থলের সংকট প্রকট হচ্ছে। এ সব সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া দরকার।
- ❖ বনের অভ্যন্ড়রে বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ ও অন্য নানাবিধ প্রয়োজনে মানুষের অনুপ্রবেশ বাড়ছে এবং এটা বণ্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণ বাধাগ্রস্থ করছে। অবৈধ বৃক্ষ নিধন প্রক্রিয়া অব্যহত থাকায় বন্যপ্রাণীর আবাস্থল ও খাদ্যের সংকট হচ্ছে । এ সব সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।
- ❖ অবৈধ জবর দখল প্রক্রিয়া চলমান থাকায় দিন দিন বনভূমি সংকুচিত হচ্ছে এবং বন্যপ্রাণীর ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। জবরদখলকৃত এসকল বনভূমি দখলমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২.৪ বনাঞ্চলের সীমারেখা ঃ

বনাঞ্চল জরিপের মাধ্যমে জোনিং করা: আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বনাঞ্চল জরীপ করে বিভিন্ন জোন চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন: পিকনিক জোন, ক্যামপিং জোন, ট্রেল জোন ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক চিহ্ন দিয়ে সীমানা সৃষ্টি: বনাঞ্চলে বিদ্যমান বিশেষতঃ গর্জন, সেগুন, তেলসুর প্রভৃতি বৃক্ষ সহ ছড়া, রাস্ড়া ইত্যাদি দ্বারা স্থায়ীভাবে বনের সীমানা নির্ধারন করা যেতে পারে।

সীমানা পিলার স্থাপন: জরীপ শেষে বনাঞ্চলের চারিপার্শ্বে কিছু দূর পরপর স্থায়ী পিলার স্থাপন করা প্রয়োজন।

জবরদখল প্রতিরোধ: বনভূমি জবরদখল রোধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারী বিদ্যমান আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে জবরদখল প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দেওয়া দরকার।

২.৫ বনাঞ্চলের জীবভৌত অবস্থা

মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন প্রজাতির বিরল গাছ সহ অসংখ্য জীবজন্তুতে ভরপুর। এখানকার ক্রান্ড়ীয় উষ্ণ মন্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ বন এর অন্ড়র্ভূক্ত। এখানে অনেক গুলি উচুঁ-নীচু পাহাড় রয়েছে যা পাহাড়ী বনের প্রতিনিধিত্ব করে। মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান এলাকার মাটি মূলতঃ পাহাড়ী বাদামী বর্নের, শিলামাটি, বেলে-দোআঁশ প্রকৃতির এবং অম্-ীয় তবে অম্- ত্বের মাত্রা স্থানভেদে কমবেশী হয়। এখানকার মাটি অপেক্ষাকৃত কম উর্বর কিন্তু আর্দ্র উষ্ণ মন্ডলীয় আবহাওয়ায় পতিত লতা-পাতার পচন দ্র"ত ঘটে বিধায় মাটির উপরিভাগ

অপেক্ষাকৃত হিউমাস সমৃদ্ধ। পাহাড়ে যেখানে গাছপালা নেই সেখান থেকে মাটি কাটার কারনে এখানে ভূমিধ্বস বিদ্যমান। তথাপি এখানে হাতি, হরিণ, বানর, সজারু, শুকর, বন মোরগ, বন বিড়াল, শিয়াল, ময়না, ধনেশ, টিয়া, পেঁচা, বক, শালিক, হায়না, অজগর সহ বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রানী রয়েছে। পাহাড়ী ছড়ায় রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ। পাহাড় হতে উৎপন্ন ছড়া ও ঝর্ণা সরাসরি সাগরে পতিত হয়েছে।

৩.০ জীব বৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল

৩.১ প্রতিবেশ / বাস্তুতন্ত্র (উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের সহিত পরিবেশের সম্পর্ক) বিশে- ষণ

বনাঞ্চল: মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান মূলতঃ একটি ক্রান্ড্রীয় উষ্ণ মন্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ বন। এ বনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করার আগে অনেক জায়গায় জুম চাষ করা হত। এখানে গর্জন, সেগুন, জাম, বটসহ বহু মূল্যবান গাছ এবং অতি বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির হাতি, বানর, মায়া হরিণসহ বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি এখানকার প্রতিবেশের অভিচ্ছন্ন অংশ।

প্রাণীকূল : এখনো পর্যন্ড় এ অভয়ারণ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির যথাযথ জরিপ হয়নি। তবে উপরের ছত্রে

উলে- খিত উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী প্রজাতির সমাবেশ বেশ লক্ষ্যণীয়। এখনো বন্য পরিবেশ পাখির খাদ্য সহজলভ্য হলেও পাকা সড়ক থাকায় শব্দ দূষণের ফলে পাকপাখালি হারিয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এখানকার বেশ কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি বর্তমানে সংকটাপন্ন।

কৃষি : মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্ড়রে জবরদখলকৃত এলাকা এবং ল্যান্ডস্কেপে ধান, পান, তরমুজ, শশা, ক্ষীরা, বেগুন, মরিচ, আলু, কচু, হলুদ সহ বিভিন্ন প্রকারের সব্জি আবাদ করা হয়।

৩.১.১ বনাঞ্চল ভিত্তিক পণ্যসমূহ

মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানে উৎপাদিত পন্যসমূহ বনের ওপর নির্ভরশীল হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বনে উৎপাদিত উলে- খযোগ্য পন্যগুলি হল: ঘর ও আসবাবপত্র তৈরির কাঠ, জ্বালানী কাঠ, ঔষুধি গাছ, বাঁশ ও বেত, অর্কিড, মধু , বিভিন্ন প্রকার ফল ফলাদি, ছন, পান, ধানসহ বিভিন্ন ফল ও বিভিন্ন প্রকার সব্জি। বর্তমানে সরকারী নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল প্রাকৃতিক বনের গাছ কাটা ২০১৫ পর্যন্ড় বন্ধ করা হয়েছে।

৩.১.২ জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার

মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের চারপাশে বিশাল জনগোষ্ঠী বসবাস করে। দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর পাশাপশি জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তারা এ বন থেকে নিয়মিত জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, বেত, বনজ ফল-মূল, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এখানকার উৎপাদিত পন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় সহজে পরিবহন ও সরবরাহ করা যায়।

উলেণ্ঢখ্য যে জীববৈচিত্র্য পৃথিবীর এক অমূল্য সম্পদ। এর সুষ্ঠু ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মেদাকচ্ছপিয়া উদ্যানটিকে একটি প্রাকৃতিক চিড়িয়াখানায় পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু সচেতনতার অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এখনো

কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবৈধভাবে বৃক্ষ নিধন, বনভূমি জবর দখল, অবৈধভাবে বন্যপ্রানী শিকার ইত্যাদি কার্যকলাপ করে থাকে ।

৪.০ জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা

৪.১ বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা

- বর্তমানে মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান সহ-ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি এখানে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকার প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে, অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তি হচ্ছে, রক্ষিত এলাকা/প্রাকৃতিক বন ও জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার সকল অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিদের মধ্যে সুষমবণ্টন এবং সিদ্ধান্ড়গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা। অংশগ্রহণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের এ প্রক্রিয়াটিকে 'সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' বলা হয়। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হয়েছে। এ সংগঠন দ্বিস্ড়র বিশিষ্ট। প্রথম স্ড়র হল 'সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' যা নীতি নির্ধারণী স্ড়র হিসেবে কাজ করে এবং দ্বিতীয় স্ড়র হল 'সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি' যা নীতিমালার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করে। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি ছাড়াও মেদাকচ্চপিয়া রেঞ্জের আওতায় ১৩টি ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম (ভিসিএফ), ১টি পিপল্ ফোরাম (পিএফ) এবং ১টি কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্রুপ (সিপিজি) এবং একটি সিএমসি গঠন করা হয়েছে।

- 'বন আইন ১৯২৭' এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪' এর নির্দেশনা অনুযায়ী বন অধিদপ্তরের 'কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগ এই জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বে নিয়োজিত।

- উলে- খিত আইন অনুযায়ী, মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের ৩৯৫.৯৩ হেক্টর সীমানার মধ্যে কোন প্রকার বনজ দ্রব্য আহরণ, পরিবহন ও অপসারণ সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ।

৪.২ বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা

বন আইন ১৯২৭ এবং 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪' অনুযায়ী এ জাতীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে। বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করাসহ আবাসস্থল উন্নয়ন এবং বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত কার্যক্রমগুলো গ্রহন করা প্রয়োজন ঃ

- **পশু খাদ্যের বাগান সৃজনঃ** মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী হচ্ছে হাতি, বানর, হনুমান, শুকর, শিয়াল, হরিন, সজারু, বনমোরগ, বাঘডাস, গুইসাপ সহ বিভিন্ন ধরনের সরীসৃপসহ টিয়া, ডাহুক, ময়না, ঘুঘু, কোকিল সহ নানা প্রজাতীর পাখ-পাখালী। খাদ্যাভাবে এরা দিন দিন বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি খাদ্যের সন্ধানে অনেক সময় এরা লোকালয়েও চলে আসে। যার দরুন প্রতি বছর মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে গড়ে ৩-৫ জন মানুষ হাতি এবং অন্যান্য বন্যপ্রানীর আক্রমনে মারা যায়। তাই জরুরীভাবে বিশেষ এলাকা চিহ্নিত করে বাঁশ,কলাসহ বিভিন্ন পশু খাদ্যের বাগান সৃজন করা অত্যাবশ্যক।

- **আবাসস্থল উন্নয়নঃ** বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য ন্যারা পাহাড় সহ উদ্যানের জবরদখলকৃত এবং বৃক্ষ শূন্য এলাকার উপযুক্ত প্রজাতির চারা দ্বারা বনায়ন করা প্রয়োজন।

- **বংশ বৃদ্ধি / উন্নয়ন করাঃ** অতি বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিসমূহের বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বনায়ন এবং প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

❖ **পশু-পাখি রক্ষায় জনমত তৈরী করা:** বন্য গাছপালা, পশুপাখি যে পরিবেশের অভিচ্ছেদ্য অংশ তা বনের আশেপাশে বসবাসকারী জনগণকে বুঝানোর জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহন করা অতীব জর"রী।

৪.৩ জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর"দ্ধার

মেদাকচ্ছপিয়ার এই বনটিকে প্রথমে সংরক্ষিত বন হিসাবে এবং পরবর্তীতে জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষনা করা হয়। জাতীয় উদ্যান হিসাবে স্বীকৃতি লাভের পর এ বন ব্যবস্থ্যাপনার দায়িত্ব 'কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগ, কক্সবাজার' এর উপর ন্যাস্ড় হয় এবং তখন থেকে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও এই জাতীয় উদ্যানের আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর"দ্ধারে বিভাগটি নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় বর্তমানে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে এর জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল সংরক্ষন ও পুনর"দ্ধারের চেষ্টা চলছে।

৪.৪ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত হওয়ায় এবং এর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এখানে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্র উম্মোচিত হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় এবং জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্ড়রে ও বাইরে নানাবিধ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সুবিধার বিস্ড়ার ঘটায় ইতিমধ্যে এখানে উলে- খযোগ্য সংখ্যক দেশী-বিদেশী পর্যটকের আগমন ঘটছে। উলেণ্টখ্য যে এ জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের জন্য এখনও কোন ফি সংগ্রহ করা হয় না। যদি ফি সংগ্রহ করা হয় তবে সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, এ জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ ও পার্কিং ফি বাবদ প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পরবর্তী বছর সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রদান করা হবে। এ অর্থ দ্বারা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি জাতীয় উদ্যান ও তৎসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কাজে ব্যায় করতে পারবে। অর্জিত সরকারী রাজস্ব হতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন তথা স্থানীয় জনসাধারণকে জীববৈচিত্র সংরক্ষনের জন্য ৫০% ভাগ প্রদানের ঘটনা আমাদের দেশে নজিরবিহীন। জাতীয় উদ্যান কেন্দ্রীক ইকোকটেজ, টুরিস্ট শপ, পিকনিক স্পট, গাড়ি পার্কিং স্থান, টয়লেট সুবিধা, পানি সরবরাহ, টুরিস্ট শেড, বসার বেঞ্চ ইত্যাদি তৈরী করার পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে ৬ জন প্রশিক্ষিত ইকো-ট্যুর গাইড আছে। এছাড়া বনের পাহারায় বনকর্মীদের সাথে সিপিজির সদস্যরা যৌথ টহলে নিয়োজিত আছে।

৪.৫ বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য ব্যবস্থাপনা

পূর্বে নির্দিষ্ট অংকের রাজস্ব গ্রহনের বিনিময়ে বন হতে উৎপাদিত পণ্য আহরণের জন্য পারমিট প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু জাতীয় উদ্যান ঘোষনার পরে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এখনও প্রনীত না হওয়ায় এ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বনের ভিতর ও আশেপাশে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকায়নের প্রয়োজনে এর সম্পদসমূহ অবৈধভাবে আহরন করে। তবে এ ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রনয়ন এবং এর সঠিক প্রয়োগ বাঞ্চনীয়।

মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের ঘাস, বাঁশ, বেত দ্বারা কুটির শিল্পের বিকাশ সাধনে প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রদান শেষে বর্তমানে বাস্ড়বায়নের কাজ চলছে। পাগলীর বিলের ৪০ জন বননির্ভর মহিলাকে টুপি সেলাইয়ের প্রশিক্ষন প্রদান ও সহায়তার মাধ্যমে বিকল্প আয়ের উৎস তৈরী করে বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেধাকচ্ছপিয়া বিভিন্ন এলাকার ১৩৫ জন বননির্ভর পুর"ষ-মহিলাকে বাঁশ-বেতের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের উপযোগী মূল্য পাওয়ার জন্য মার্কেট লিংকেজ এর কাজ চলছে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর কাজ চলছে।

৪.৬ অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং

- ❖ মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান ম্যাপ নিয়মিতভাবে হাল নাগাদ করা হয়না
- ❖ নিয়মিত বা নির্ধারিত বিরতিতে বন শুমারী পরিচালনা করা হয় না
- ❖ বন বিভাগের প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব রয়েছে
- ❖ বন বিভাগের প্রয়োজনীয় পরিবহন ও আধুনিক উপকরণের স্বল্পতা
- ❖ বন কর্মীদের আধুনিক বন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দক্ষতার অভাব
- ❖ যৌথ বন টহল দলের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক আস্থার অভাব
- ❖ সরকারী অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন বিভাগের কার্যকরী যোগাযোগের অভাব
- ❖ কমিউনিটি পেট্রলিং গ্রুপের জন্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল
- ❖ কার্যকর সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া

৪.৭ প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ

বন বিভাগের সহায়তায় গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ জরুরীঃ

- ❖ **নিয়মিত সিএমসি / সংশিষ্ট কমিটির মিটিংঃ** সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সিএমসি সহ সকল সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলির নিয়মিত সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা।
- ❖ **আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতাঃ** সিএমসির আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতিটি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতঃ সংশি- ষ্ট সকলকে অবহিত করণ সাপেক্ষে অনুমোদন করিয়ে নেয়া।
- ❖ **রেজুলেশন ও প্রতিবেদনঃ** প্রতিটি সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ড় সমূহ কার্য বিবরণী হিসেবে তৈরী করত: সংশি- ষ্ট মহলে যথা সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা।
- ❖ **জবাবদিহিতা ও আমানতদারিতাঃ** প্রতিটি সদস্যের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকা এবং সম্পাদিত দায়িত্ব সম্পর্কে যে কোন সময় জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকা।

সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী প্রজ্ঞাপনের আলোকে মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের আশেপাশে **১৩**টি গ্রামে জরিপ এবং সভার মাধ্যমে ভিসিএফ ও পিপলস ফোরাম গঠন করা হয়েছে। পিপলস ফোরাম এর সভায় প্রত্যক্ষ সম্মতির ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদের জন্য **২২** জন প্রতিনিধি নির্ধারিত করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহন ও মতামতের ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে সভার সিদ্ধান্ড় মোতাবেক কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন চলমান। সিএমসির বাৎসরিক বাজেট ও আইপ্যাক প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচনা করা হয় ও বাস্ড়বায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। সচেতনতা সভা চলমান আছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৫.০ ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা

৫.১ ল্যান্ডস্কেপ এ্যাপ্রোচ

ল্যান্ডস্কেপ পন্থা হল এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে জাতীয় উদ্যান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুধুমাত্র উদ্যানের অভ্যন্ড়রের সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল না হয়ে জাতীয় উদ্যান সহ তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান সকল উপাদান অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আবাসস্থল/বন, প্রতিবেশ ব্যবস্থা, নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী, সামাজিক/প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে যথাযথ গুর"ত্ব প্রদান করত: এবং পরস্পর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রনয়ন পূর্বক তা বাস্ড়বায়ন করা।

৫.২ রক্ষিত এলাকার সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা

রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা সমতল, কৃষি ও জলাভূমির সমাদিহারে গঠিত। এসব এলাকার বেশির ভাগ ভূমি ব্যাক্তি মালিকানাধীন। ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় রয়েছে ৩টি বিটের আওতাধীন মোট ১৩টি গ্রাম। গ্রামগুলি হচ্ছে যথাক্রমে: পূর্ব গর্জনতলী, মধ্যম গর্জনতলী, পশ্চিম গর্জনতলী, বাকুম পাড়া, হাজী পাড়া, মসজিদ পাড়া, অফিস পাড়া. উত্তর মেধাকচ্ছপিয়া, পাগলীর বিল, সেগুন বাগিচা, সিকদার পাড়া, কুতুবদিয়া পাড়া ও নলবুনিয়া।

- **গ্রামাঞ্চল-হাটবাজার:** ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বেশ কিছু দৈনিক ও সাপ্তাহিক হাট-বাজার নিয়মিত বসে।
- **জলাভূমি-নদী:** পাহাড় হতে উৎপন্ন কিছু ছড়া এবং খাল মাতামুহুরী নদীতে এবং কোন কোনটি সরাসরি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।
- **বিদ্যমান কৃষি জমি:** ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কৃষি জমি বিদ্যমান যেখানে বিভিন্ন ধরণের ফসল নিয়মিত চাষ করা হয়।
- **উপজাতি পল-ী:** মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কোন উপজাতির বসতি নেই।
- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:** ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ এবং এনজিও সংস্থার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

৫.৩ ভূমি ব্যবহারে বর্তমান অবস্থা

- মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের আওতায় প্রাকৃতিক বন বিদ্যমান।
- মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান এলাকায় ভিলেজারের সংখ্যা ১৫ পরিবার। জবর দখলের পরিমাণ ৭২.৪১ হেক্টর যার অধিকাংশই রয়েছে গর্জনতলী, নলবুনিয়া পাড়া, বাক্কুম পাড়া, দক্ষিণ মেধাকচ্ছপিয়া পাড়া, মধ্যম মেধাকচ্ছপিয়া পাড়া, উত্তর মেধাকচ্ছপিয়া পাড়া প্রভৃতি এলাকায়।
- বনের অভ্যন্ড়রে যে সকল এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে বনের স্বাভাবিক পূনর"জ্জীবন প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে না এমন কিছু এলাকায় বন বিভাগ ইতিমধ্যে এনরিচমেন্ট বাগান সৃজন করেছে। ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বিভিন্ন রাস্ড়ার (সড়ক ও জনপথ, ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিইডি ইত্যাদি) দুই ধারে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্ট্রীপ বা সড়ক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । স্থানীয় জনসাধারণ ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় এবং অনেক সময় জবরদখলকৃত বন এলাকায় কৃষি কাজ মূলতঃ সব্জি চাষ করে। কৃষি ও সব্জি চাষে উৎপাদিত ফসল তাদের পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জীবিকা উপার্জনেও সহায়তা করে।

৫.৪ সংলগ্ন / সংশি- ষ্ট গ্রামসমূহ

মেধাকচ্ছপিয়া রেঞ্জের ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় মেধাকচ্ছপিয়া পিয়া বণ্ঢকের মোট ১৩টি গ্রামে ১৩ টি ভিসিএফ গঠন করা হয়েছে। ভিসিএফগুলি হচ্ছে যথাক্রমে পূর্ব গর্জনতলী, মধ্যম গর্জনতলী, পশ্চিম গর্জনতলী, বাকুম পাড়া, হাজী পাড়া, মসজিদ পাড়া, অফিস পাড়া, উত্তর মেদাকচ্চপিয়া, পাগলীর বিল, সেগুন বাগিচা, সিকদার পাড়া, কুতুবদিয়া পাড়া ও নলবুনিয়া।

৫.৫ স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা

মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের নিম্নলিখিত তিন ধরনের স্টেকহোল্ডার রয়েছে। যথা ঃ

- **প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডার ঃ** বন বিভাগ, এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ, ব্যাংক, বি জি বি এবং পুলিশ।
- **প্রাথমিক স্টেকহোল্ডার ঃ** জ্বালানী কাঠ সংগ্রাহক, অবৈধ বৃক্ষ নিধনকারী ও পাচারকারী, বাঁশ ও কাঠ সংগ্রাহক, শাক-সব্জি সংগ্রহকারী, মধু সংগ্রহকারী, বনের জমি জবরদখলকারী, পান চাষি, পর্যটক, শিকারী।
- **দ্বিতীয় স্ড়রের স্টেকহোল্ডার ঃ** কাঠ ব্যবসায়ী, স মিল মালিক, ইট ভাটার মালিক, ফার্নিচার ব্যবসায়ী, ইত্যাদি।

বর্তমানে মেধাকচ্ছপিয়া সিএমসির আওতায় ১৩টি গ্রাম/পাড়া রয়েছে। এই ১৩টি গ্রামে ৩,৫০০ পরিবারে প্রায় ২০,০০০ জনগণ বসবাস করেন। তাদের মধ্যে প্রায় ৮৭% মুসলিম এবং বাকী সব হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি। পাশাপাশি শিক্ষকতা, কাঠ ব্যবসা, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহকারী, জবরদখলকারী, ডাক্তার, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, স'মিল মালিক, ইট ভাটার মালিক ইত্যাদি পেশার জনগণ বিদ্যমান। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহে জাতীয় উদ্যানের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

৫.৫ কৃষি জমি এবং বসত ভিটার ব্যবহার

অত্র এলাকার কৃষি জমি এক ফসলী আবাদের জন্য বিখ্যাত। কিছু কিছু কৃষি জমিতে বছরে ২ বার ধান আবাদ করা যায়। বছরের বেশীর ভাগ সময় অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে তামাক চাষসহ বিভিন্ন ধরনের সব্জি যেমন শশা, ঝিংগা, চিচিংগা, বরবটি, কাকরল, বেগুন, মূলা, সিম, লাউ, পটল, ডাটাশাক, কঁচু, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি আবাদ করা হয়। বসত ভিটায় স্থানীয় জনগন বরবটি, কঁচু, হলুদ, বেগুন, মরিচ, সিম, লাউ, ডাটাশাক ইত্যাদি আবাদ করে।

৫.৭ বনভূমি অবৈধ দখলঃ

মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানে জবর দখলের পরিমাণ ৭২.৪১ হেক্টর যার অধিকাংশই রয়েছে গর্জনতলী, নলবুনিয়া পাড়া, বাক্কুম পাড়া, দক্ষিণ মেধাকচ্ছপিয়া পাড়া, মধ্যম মেধাকচ্ছপিয়া পাড়া, উত্তর মেধাকচ্ছপিয়া পাড়া প্রভৃতি এলাকায়। এই জবরদখলকৃত এলাকা দখলমুক্ত করত: এনরিচমেন্ট বনায়নের আওতায় আনা যেতে পারে।

পার্ট - ২

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে কৌশলগত সুপারিশমালা

১.০ রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

১.১ উদ্দেশ্য

এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের অন্ড়র্ভূক্ত সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ বন এলাকা টিকিয়ে রাখা এবং এর জীববৈচিত্র্যকে সর্বোচ্চ সম্ভব অবস্থায় ধরে রাখা সহ বননির্ভরশীল জনগনের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা। এর সাথে সাথে সহ-ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত নেতৃবৃন্দকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্ড়বায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য গুলো নিম্নরূপ ঃ

- ❖ এমন একটি সহ-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যা মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এবং উন্নয়নের জন্য গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্ড়বায়নকে সহজতর করা সহ নিজেদের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিজেরাই প্রনয়ন করবে।
- ❖ সকল স্টেকহোল্ডারদের মতানৈক্যের ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা দলের অনুবর্তী হয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ করা।
- ❖ বননির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থানের বিষয়ে সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় দিক নির্দেশনা রাখা
- ❖ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্ম প্রক্রিয়া নির্ধারণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজের সক্ষমতা অর্জন এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা।
- ❖ টিকে থাকতে সক্ষম এমন বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণ করা যার অন্ড়র্ভূক্ত থাকবে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন প্রাণী, হুমকীর মুখে থাকা প্রাণী, সংরক্ষিত প্রাণী, দুর্লভ প্রজাতির গাছ এবং প্রাণী।
- ❖ যত দ্র“ত সম্ভব উদ্ভিদকুল, প্রাণীকূল ও ভৌত উপাদান সম্পর্কিত বিষয় পুনর“দ্ধার করা এবং বজায় রাখা এবং বনজ প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা।
- ❖ নির্দিষ্ট কিছু স্থানে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং দর্শনার্থীদের ভ্রমণের জন্য নতুন ট্রেইল নির্মানসহ বিদ্যমান ট্রেইলের উন্নয়ন করা।
- ❖ সর্বোপরি, বিকল্প আয় সৃষ্টি সংক্রান্ড় কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জীবিকার উন্নয়ন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য মূল কার্যক্রমের পাশাপাশি নিম্নোক্ত কার্যক্রম গুলোও হাতে নিতে হবে :

- ❖ জরিপের মাধ্যমে জাতীয় উদ্যানের সীমানা চিহ্নিত করা।
- ❖ একটি সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল গড়ে তোলা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সংশি- ষ্ট নীতি বিষয়ক নির্দেশনা প্রণয়ন, সহ-ব্যবস্থাপনাকে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের সাথে সংগতিপূর্ণ করে গড়ে তোলা যাতে সকল স্টেকহোল্ডার একত্রে কাজ করতে পারে।
- ❖ জীববৈচিত্র্যের জরিপ করা।
- ❖ বন বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সংশি- ষ্ট বন বিভাগ যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে।
- ❖ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সংরক্ষণ বিষয়ক ইস্যুতে সম্প্রসারণ কার্যক্রম গড়ে তোলা।
- ❖ স্থানীয় স্টেকহোল্ডার এবং বন বিভাগের কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, আয়-বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টিসহ রক্ষিত এলকার সুবিধা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের সক্ষমতা অর্জন।
- ❖ জাতীয় উদ্যানের মধ্যে সংরক্ষণ এবং দর্শনার্থীদের জন্য সুবিধার উন্নয়ন করা।
- ❖ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আশেপাশের গ্রামগুলিতে বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদের যোগান বৃদ্ধি করা।
- ❖ দেশীয় জাতের চারার মাধ্যমে বনায়নকে উৎসাহিত করা এবং ধীরে ধীরে বিদেশী জাতের গাছের স্থলে দেশীয় জাতের চারা রোপণ করা।
- ❖ বন নির্ভরশীল স্থানীয় দরিদ্র জনগনের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১.২ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিশে- ষণ করে সরকার সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করেছে যে, রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করবে। সহ-ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ও সহযোগি সকলের মধ্যে রক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার সুষমভাবে বন্টন করা হবে এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন বিষয়ে সিদ্ধান্ড়গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। সকল স্টেকহোল্ডারদের কার্যকরী অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে 'সহ-ব্যবস্থাপনা'।

১.২.১ সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্যের দীর্ঘ মেয়াদী সংরক্ষণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণকে প্রধান স্টোকহোল্ডার হিসাবে অংশ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ❖ রক্ষিত এলাকার আশপাশে বসবাসকারী জনগণের অংশ গ্রহণ ভিত্তিক বনজ সম্পদের ব্যবহার ও বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো ।
- ❖ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ এবং যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিসহ উন্নততর প্রশাসনিক কাঠামো নিশ্চিত করণ।
- ❖ পরিবেশ পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং দর্শনার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা ।
- ❖ স্থানীয় জনগণের পরামর্শ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া।
- ❖ রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা এবং প্রয়োজনীয় গবেষণার বিষয় সনাক্ত করা।
- ❖ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ও এর সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

১.২.২ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন। এই সংগঠন হচ্ছে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার সাথে বিভিন্ন ভাবে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী ও সরকারি বিভাগের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত। মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো হলো: ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম (ভিসিএফ); পিপলস্ ফোরাম (পিএফ); সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি)। এছাড়াও ব্যবস্থাপনায় আওতায় অন্যান্য সহযোগী সংগঠন গুলো হচ্ছে: কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্রুপ (সিপিজি), ফরেস্ট কনজারভেশন ক্লাব (এফসিসি), সিবিও, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আইপ্যাক মনিটরিং টিম, স্থানীয় সরকার বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্টানের প্রতিনিধি প্রমূখ।

প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের নেটওয়ার্কিং তৈরীর মাধ্যমে নিমোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হতে পারে:

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা নিয়োজিত সকল সংগঠনসমূহের মধ্যে একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক তৈরী করা
- ❖ রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলগত সামর্থ্য উন্নয়ন
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় নতুন নতুন এলাকা অন্ড়র্ভূক্ত করা
- ❖ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ এবং এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা
- ❖ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
- ❖ বন নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা ও বিকল্প কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা

১.২.৩ সুবিধাসমূহের বন্টন

ক) ৫০ শতাংশ রাজস্ব আয় রক্ষিত এলাকার উন্নয়নে ব্যয়ঃ

রক্ষিত এলাকা থেকে রাজস্ব আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পরবর্তী বছর রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন: রক্ষিত এলাকায় দর্শনার্থী কর্তৃক প্রদেয় প্রবেশ ফি, পার্কিং ফি স্টুডেন্ট ডরমেটরী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পরবর্তী বছর ফেরত দেয়া হয়। এছাড়াও বাফার এলাকায় সামাজিক বনায়নের মাধ্যমেও উপকারভোগী গন সৃষ্ট বন হতে নিম্নরূপ লভ্যাংশ পেতে পারেন :

খ) শালবন ব্যতীত বিদ্যমান বাগান ও প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে ঃ

১) বন অধিদপ্তর ৫০%

২) উপকারভোগী ৪০%

৩) বৃক্ষরোপণ তহবিল ১০%

গ) স্থানীয় জনগণ নিজেদের উদ্যোগে বন বিভাগের ভূমিতে গৃহীত সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রেঃ

১) বন অধিদপ্তর ২৫%

২) উপকারভোগী ৭৫%

ঘ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে :

১) বন অধিদপ্তর ১০%

২) উপকাভোগী ৭৫%

৩) ভূমির মালিক সংস্থা ১৫%

উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্ড়ায়নের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের উপকার নিশ্চিত হতে পারে।

১.২.৪ ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল / এনডোমেন্ট ফান্ড

মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্ড়রে এবং আশেপাশে ব্যাপক সংখ্যক জনগণ রয়েছে যাদের অধিকাংশের জীবিকা বিদ্যমান বনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এই জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় সৃষ্টি, সামাজিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে আইপ্যাক প্রকল্প কর্তৃক ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল প্রদানের মাধ্যমে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও বন নির্ভরশীল জনগনকে বিকল্প আয় সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন সহ বিভিন্ন প্রকার সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এই বিশাল কর্মকান্ড অন্যান্য সংশি- ষ্টদের সহযোগিতা ছাড়া এককভাবে আইপ্যাক প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। এজন্য নিসর্গ নেটওয়ার্ক সংশি- ষ্ট অংশীদার ও সমর্থনকারী বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগ ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। বিকল্প আয় বৃদ্ধি ও ব্যবসায় উদ্যোগ সমূহে সংশি- ষ্ট সংস্থাকে জড়িত করার মাধ্যমে কোন জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে।

২.০ আবাস্থল পূনর"দ্ধার কর্মসূচি

২.১ উদ্দেশ্যসমূহ

আবাসস্থল পুনর"দ্ধার কর্মকান্ডের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

- ❖ উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে জীববৈচিত্রের উন্নয়ন
- ❖ রক্ষিত অঞ্চলে জনবসতি স্থাপন বন্ধ করা সহ জবরদখলকৃত এলাকায় নতুন বন সৃজনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- ❖ হাতি, বানর সহ বিপদাপন্ন প্রাণীদের নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করা
- ❖ বন্যপ্রাণীর অবাধ চলাচল, খাদ্য ও আশ্রয় নিশ্চিত করা
- ❖ নিয়ন্ত্রিত ইকো-টুরিজমের বিকাশ
- ❖ জলাশয়ের বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবহার

২.২ বর্তমান বনাঞ্চল এবং তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদকরণ

- ❖ রক্ষিত এলাকা সহ পার্শ্ববর্তী ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ প্রনয়ন এবং তা হালনাগাদ করা সহ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, ভূমি উপযোগী কৃষি ফসলের উৎপাদন, পতিত জমি, জলাশয় ইত্যাদি জরিপ করে করনীয় বিষয় নির্ধারন করা জর"রী
- ❖ ম্যাপে বিভিন্ন জোন, ঐতিহাসিক স্থান/নিদর্শন সুস্পষ্ট উলে- খ থাকা প্রয়োজন

২.৩ সীমানা চিহ্নিতকরণ

সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য যথাযথভাবে সার্ভে করার পর সীমানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সীমানা পিলার স্থাপন করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি সচেতনতা ও নির্দেশনা মূলক সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড ইতোমধ্যেই স্থাপন করা প্রয়োজন যদিও বেশ কিছু বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ইতমধ্যে স্থাপিত সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেরামত ও পূণঃ মুদ্রণ করা যেতে পারে।

২.৪ অবৈধভাবে গাছ কাটা / বনে আগুন দেয়া / বিল সেচা এবং পশু চরানো নিয়ন্ত্রণ করা

উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রনে নিম্নবর্নিত ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে ঃ

- ❖ অবৈধ গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণে বন বিভাগের কর্মীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ করা।
- ❖ যৌথ টহল দল পূর্ণগঠন ও শক্তিশালী করা
- ❖ যৌথ টহল দলের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রকল্প ও দাতা সংস্থা হতে সাহায্য আহবান করা যেতে পারে
- ❖ রক্ষা কাজে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মাঠকর্মী ও স্থানীয় লোকজনদের কেউ দৃষ্টান্ড়মূলক অবদান রাখতে পারলে তাকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- ❖ পশু না চরানোর জন্য কাটা তারের বেড়া নির্মাণ করা
- ❖ বন নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বিকল্প আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা
- ❖ ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা
- ❖ অবকাঠামো (স্কুল, রাস্ড়াঘাট, ব্রীজ / কালভার্ট) উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্ড়বায়ন করা
- ❖ অগ্নি নির্বাপনী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সরবরাহ কর
- ❖ বনে গোচারণ বন্ধে গবাদি পশুর মালিকদের অনুপ্রানিত করা
- ❖ বনভূমির অবৈধ দখল মুক্ত করা ও অবৈধ দখলরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- ❖ সিএম সি ও বন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সভার মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ড়গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা
- ❖ গন সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে সভা ও সমাবেশ করা

৩.০ ব্যবস্থাপনা কার্য়ক্রম

৩.১ উদ্দেশ্য

এই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হলোঃ

- ❖ হুমকীর সম্মুখীন নির্বাচিত বনাঞ্চলের কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাতে করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা পায়
- ❖ বনকে উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সংরক্ষণের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী বসবাসের উপযোগী করে তোলা
- ❖ বনের সম্ভাবনাময় উৎস গুলোকে সংরক্ষণ করা যার মধ্যে নির্বাচিত জীববৈচিত্র্যও অন্তর্ভূক্ত থাকবে
- ❖ স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ ও কার্যকর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে শক্তিশালীকরণ
- ❖ জীববৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে দেশীয় ও স্থানীয় প্রজাতি নির্বাচন ও রোপন করা
- ❖ বন্যপ্রাণীদের অবাধ ও নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্য ও অবস্থান নিশ্চিত করা
- ❖ জন সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করণে উদ্যোগ গ্রহন করা
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় বননির্ভর জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বিকল্প আয়ের সুযোগ নিশ্চিত করা
- ❖ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্থানীয় বননির্ভর জনগোষ্ঠীর মানসিক ও আত্বিক সম্পর্ক ও আস্থা সৃষ্টির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- ❖ জাতীয় উদ্যান পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস দূরীকরণে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যুগোপযোগী এবং সংশি- ষ্ট রক্ষিত এলাকায় এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৩.২ তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা

কোর এলাকা যথাযথ সংরক্ষনের জন্য ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকায় স্ট্রীপ বনায়ন, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ব্রীজ, কালভার্ট সংস্কার / নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বল্পমূল্যে উন্নত চুলা স্থাপন, সম্প্রসারণ, ম্যালিরিয়া নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা সৃষ্টি ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ কাজে অর্থের সংকুলান করতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও দাতা সংস্থাগুলি হতে অর্থ সহায়তা গ্রহণের প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে ল্যান্ডস্কেপ এলাকার কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় গুর"ত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.৩ রক্ষিত এলাকার মূল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা

৩.৩.১ আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম

আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি গ্রহন করা যেতে পারে:

৩.৩.১.২ এনরিচমেন্ট প- ান্টেশন

- ❖ কোর জোনের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ যেখানে প্রাকৃতিকভাবে বনের স্বাভাবিক পুনর"জ্জীবন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেখানে নতুন বনায়ন করা সহ ও বিদ্যমান প্রাকৃতিক বনের যথাযথ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা।

৩.৩.১.২ ঘাস জমির উন্নয়ন

- ❖ তৃণভোজী বণ্যপ্রাণীদের খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ঘাস বাগান সৃষ্টি করা।
- ❖ রক্ষিত এলাকার বাইরে নেপিয়ার সহ বিভিন্ন প্রজাতির সমন্বয়ে ঘাস বাগান সৃজনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে

৩.৩.১.৩ জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ

- ❖ বণ্যপ্রাণীদের জন্য বনের অভ্যন্ড়রে পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য নতুন জলাশয় খনন সহ বিদ্যমান জলাশয় সংস্কার/পূণঃখনন করা।

৩.৩.১.৪ বিশেষ আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ

- ❖ বিশেষ বিশেষ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ধরনের আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। যেমন: রেসাস্ বানরের জন্য ছোট ছোট গাছের আচ্ছাদন রক্ষা করা প্রয়োজন। বন্যপ্রানীর খাবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার ফলদ গাছ রোপনসহ বিদ্যমান ফলদ গাছের সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহন করা।

৩.৪ আবাসস্থল পূনরুদ্ধার কার্যক্রম

৩.৪.১ ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা

- ❖ রক্ষিত এলাকার ক্যাচমেন্ট এরিয়ার উন্নয়ন সাধন পূর্বক ওয়াটারশেড উন্নয়ন সাধন

৩.৪.২ পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পূনরুদ্ধার

- ❖ হারিয়ে যাওয়া প্রজাতির পুনরুদ্ধার সহ পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন ধরনের সকল কার্যক্রম বর্জন করা
- ❖ ভূমিক্ষয় ও ভূমিধ্বস রোধ কল্পে হুমকির মুখে পতিত পাহাড়ী পথ ও খালের পাড় বনায়ন, বিশেষ করে খাল পাড় বাশেঁর চারা দ্বারা বনায়ন
- ❖ জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধার করে বনায়নের আওতায় আনা

৩.৫ তদসংলগ্ন বাফার অঞ্চল সহ ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল (জোন)

৩.৫.১ বাফার অঞ্চল

- ❖ বনায়ন উপযোগী বাফার জোন এলাকায় অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়ন সৃজন ও অংশীদার নির্বাচন করে অংশীদারদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরন নিশ্চিত করন। ভি সি এফ এবং টহল দলের সদস্যদের অংশীদার নির্বাচনে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

৩.৫.২ ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল

কোর অঞ্চল সুরক্ষার জন্য ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বসবাসকারী জনগনের উন্নয়ন তথা বিকল্প আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে ঃ

- ❖ ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় মজাপুকুর ও জলাধারকে মৎস্য চাষের আওতায় আনা ও যৌথভাবে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে দিয়ে মৎস্য চাষ করানোর মাধ্যমে বিকল্প আয়ের উৎস নিশ্চিত করা
- ❖ পতিত/প্রান্ড়িক জমিতে বনায়ন, সড়ক ও সংযোগ সড়ক বনায়ন
- ❖ বিকল্প আয় ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে পাটি/মাদুর তৈরী, টুপি সেলাই, নার্সারী উত্তোলন, উন্নত চূলা তৈরী, ঝুড়ি বানানো এবং বিপননের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিক্রয় কর্ণার চালু করা
- ❖ বাটিক/বুটিকের প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রম চালু করা
- ❖ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার ব্যবস্থা গ্রহন ইত্যাদি।

৪.০ জীবিকায়ন এবং ভেলু চেইন কর্মসূচী

৪.১ উদ্দেশ্য

জীবিকায়ন এবং ভেলু চেইন কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

- ❖ বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার উপর চাপ কমানো এবং
- ❖ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করা

৪.২ ভ্যালু চেইন এবং কনজারভেশন এন্টারপ্রাইজ

ভ্যালু চেইন প্রক্রিয়াকে টেকসই করার জন্য একই পেশায় নিয়োজিত স্থাণীয় জনগোষ্টীকে দলবদ্ধকরণ, দলগতভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ, বাজারজাত করণে উদ্ধুদ্ধ করণ এবং বাজারের সাথে সংযোগ সৃষ্টি বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য মেদাকচ্ছপিয়া সিএমসির আওতায় ১৩টি ভিসিএফ সহ সিপিজি,এফসিসি এবং অন্যান্য সংগঠনে ভ্যালু চেইনের বিকল্প আয় বর্ধক কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে। প্রতি ভিসিএফ হতে ৩০ জন দরিদ্র সদস্যকে নির্ধারিত ৪টি ট্রেডে (কৃষি, মৎস্য চাষ, বাঁশ-বেতের জিনিস তৈরী এবং নার্সারী উত্তোলন) দলগতভাবে বিভক্ত করে প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্ধ পাওয়ার প্রেক্ষিতে ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জনগোষ্ঠীকে আরো ব্যাপকহারে বিভিন্ন বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচীর আওতায় আনা যেতে পারে।

৪.৩ কৃষি এবং হর্টিকালচার ফসল

- ❖ কৃষি ও হর্টিকালচার ফসল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাতে নেয়া যেতে পারে
- ❖ উচ্চ ফলনশীল ফসলের/সব্জির আবাদ বৃদ্ধি

৪.৩.১ সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা

- ❖ বনজ ও ভেষজ গাছ দ্বারা বসতভিটা বনায়ন, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, গর“ মোটাতাজা করন, সব্জি চাষ, নার্সারী সৃজনের মাধ্যমে সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যেতে পারে।

৪.৩.২ উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চ মূল্যের ফসলের চাষাবাদ

- ❖ স্বল্প সময়ে উচ্চফলনশীল ফসলের বীজ সরবরাহ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এলাকার কৃষকদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সহযোগিতার মাধ্যমে অনুপ্রানিত করা যেতে পারে।

৪.৩.৩ ভিলেজ নার্সারি

- ❖ বসতভিটা ভিত্তিক নার্সারী উত্তোলনে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উৎসাহিত করা যেতে পারে

৪.৩.৪ হর্টিকালচার

- ❖ বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ গাছের বাগান সৃষ্টিতে প্রান্ড়িক জমির ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান।

৪.৩.৫ মৎস্য চাষ / আহরণ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সহযোগিতায় যৌথ টহল দল ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নে দলীয়ভাবে মাছ চাষে সম্পৃক্ত করন কার্যক্রম গ্রহন।

৪.৩.৬ বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন

- ❖ বসতভিটার অব্যবহৃত অংশে এবং প্রান্ড়িক জমিতে বাঁশের বাগান সৃজন করে কুটির শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করণ।

৪.৩.৭ হস্তশিল্প / তাঁত শিল্প

- ❖ বন নির্ভর দরিদ্র মহিলা ও কিশোরীদের বাটিক ও বুটিক এর কাজ সহ বিভিন্ন ধরনের শো পিচ তৈরীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা

৪.৩.৮ উন্নত চুলা

- ❖ উন্নত চুলা স্থাপনে দক্ষ কারিগর তৈরীর বিষয়ে প্রশিক্ষন সহ জ্বালানীর অপব্যয় রোধ কল্পে বনের উপর চাপ কমানো ও কার্বণ নির্গমন কমানোর উদ্দেশ্যে উন্নত চূলা তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ উন্নত চুলা স্থাপনে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা
- ❖ সিএমসি'র উদ্যোগে স্বল্প মূল্যে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার জনগণের মাঝে উন্নত চুলা স্থাপন/সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে, জিটিজেড এর কাছ থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বন নির্ভর দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ, বিষয় ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা

৫.০ ফেসিলিটিজ (অবকাঠামো মূলক) উন্নয়ন কর্মসুচি

৫.১ উদ্দেশ্যসমূহ

আগত পর্যটকগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান ভ্রমন এবং এই ভ্রমনের মাধ্যমে পর্যাপ্ত আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবস্থানের জন্যও পর্যাপ্ত ঘরবাড়ি নির্মানসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৫.২ সুবিধাদি উন্নয়ন

পর্যটকদের প্রকৃতি উপভোগের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত সুবিধাদির উন্নয়ন করা প্রয়োজন ঃ

- ❖ প্রশিক্ষিত ইকো গাইড তৈরী
- ❖ নিদিষ্ট স্থানে বেঞ্চ নির্মানসহ পানি ও টয়লেটের ব্যবস্থা করা
- ❖ পর্যক্ষেণ টাওয়ার/গোলঘর নির্মাণ

৫.৩ বন রাস্তা এবং ট্রেইলস

- ❖ বিদ্যমান রাস্ড়া ও ট্রেইলের উন্নয়নসহ নতুন ট্রেইল নির্মান
- ❖ প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন কালভার্ট নির্মাণ এবং বিদ্যমান কালভার্টের সংস্কার সাধন

৬.০ দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কর্মসুচি

৬.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্পের বিকাশ
- ❖ এলাকাবাসীর জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি
- ❖ আদিবাসীদের শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ
- ❖ পার্কিং স্পট সংস্কার ও সম্প্রসারন

৬.২পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

৬.২.১ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরণ

মেধাকচ্ছপিয়া বণ্ঢকের পুরনো গর্জন ও ঢাকি জামের বাগান যথাযথ ভাবে সংরক্ষন এবং এর উন্নয়ন করা গেলে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের জন্য খুবই উপযোগী হয়ে গড়ে উঠবে। মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের পশ্চিমের লবণ

উৎপাদনের মাঠ, প্রাকৃতিক জীব বৈচিত্রের আঁধার গবেষকদের গবেষণার বিশাল যা ক্ষেত্র পর্যটক ও গবেষকদের কাছে এক বিরাট আকর্ষণীয় স্থান হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

৬.২.২ সুবিধাদি উন্নয়ন

৬.২.২.১ প্রবেশ ফি

- ❖ প্রবেশ ফি সংগ্রহের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা এবং নীতিমালা অনুযায়ী রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও এলাকাবাসীর উন্নয়নে ব্যয় করা
- ❖ ছাএাবাস ও ইকো-কর্টেজ এর মাধ্যমে আয় ও উন্নয়ন কাজে সহায়তা করা
- ❖ প্রবেশ ফি সংগ্রহে পর্যটকগন যাতে কোন প্রকার বিপত্তির সম্মুখিন না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা

৬.২.২.২ প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল

- ❖ টুরিস্ট নিয়মাবলী সম্পর্কিত লিফলেট তৈরী সহ বনের প্রকৃতি উপভোগের জন্য হাইকিং ট্রেইল নির্মানসহ বিদ্যমান ট্রেইল এর উন্নয়ন সাধন
- ❖ গোলঘর ও পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ
- ❖ বোটিং এর জন্য বিদ্যমান জলাভূমিতে পায়ে চালিত বোটের ব্যবস্থা করা

৬.২.২.৩ পিকনিকের জন্য সুবিধাদি

- ❖ নিদিষ্ট স্থানে পিকনিক স্পট ও বেঞ্চ নির্মাণ
- ❖ পিকনিক শেড/ছাতা নির্মাণ
- ❖ ইকো কটেজ নির্মানে সহযোগিতা প্রদান
- ❖ স্টুডেন্ট ডরমিটরী নির্মাণ।

৬.২.২.৪ কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

- ❖ স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী দ্রব্য ও শিল্পের বিপনন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

৬.২.২.৫ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহন করা যেতে পারে:

- ❖ বনে ভ্রমনের সময় ইকো গাইড সাথে রাখা
- ❖ পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- ❖ স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা
- ❖ সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি / সাইনবোর্ড স্থাপন করা
- ❖ সহজ যাতায়াত নিশ্চিত করণার্থে ট্রেলের নিদিষ্ট স্থানে ম্যাপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা সহ ব্রশিউর, ফোল্ডার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা

৬.৩ সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি

৬.৩.১ পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম

- ❖ সাইন বোর্ড, বিল বোর্ড, লিফলেট, ভিডিও চিত্র, ট্রেইল চিহ্ন, ইকো-ট্যুর গাইড, মোবাইল ভিডিও ভ্যান, ইত্যাদির স্থাপন ও ব্যবস্থা করা

৬.৩.২ পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা

- ❖ বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, হাইকিং, ক্রস ভিজিট, মাইকিং, ভিডিও প্রদর্শন, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি
- ❖ প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা
- ❖ বিভিন্ন পরিবেশ বিষয়ক বই ও পুস্ড়িকা সরবরাহ ও সংরক্ষণ করা

৭.০ অংশগ্রহণ মূলক মনিটরিং (পরীবিক্ষণ) এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসুচি

৭.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি সহ, সম্পাদিত সকল কাজের বিবরন জানা এবং এর গুনগত মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা
- ❖ পরিকল্পনা গ্রহণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মসূচীর সফল বাস্ড়বায়ন

৭.২ অংশ গ্রহণমূলক মনিটরিং

- ❖ ক্রস ভিজিট, যৌথ সমীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো
- ❖ বাস্ড়বায়িত/বাস্ড়বায়িতব্য কাজের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ

৭.৩ প্রশিক্ষণ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে জড়িত সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের বিভিন্ন স্ড়রের প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- ❖ বিকল্প আয় সৃষ্টির জন্য এলাকায় রিসোর্স পার্সনদের উদ্ভাবনী কৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ সিএমসির হিসাব কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৮.০ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসুচি

৮.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ সকল সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ / গতিশীল করা
- ❖ জনবল বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ বনভূমিও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইকো টুরিজম এর সম্প্রসারন কাজ সুষ্টুভাবে সম্পাদন করা

৮.২ স্টাফ ট্রেইনিং

- ❖ হিসাব রক্ষণ ও প্রশাসনিক সহকারীকে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ টিকিট কাউন্টার সহকারী, সুপারভাইজার ও উদ্যান ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ উদ্যান ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণে গঠিত উপ-কমিটি সমূহের সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ বিষয় ভিত্তিক দক্ষ জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী নিয়োগ।

৮.৩ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

- ❖ পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ন ওয়াকিবহাল থাকা
- ❖ দায়িত্ব উপলব্ধি ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন

৯.০ বাজেট

৯.১ প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক মূলক বাজেট প্রাক্কলন

- ❖ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গ্রহীত কার্যক্রমের বাস্ড়বায়নযোগ্য বাৎসরিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রনয়ণ ও সম্ভাব্য খরচের বাজেট প্রস্তুত করত সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে বাস্ড়বায়ন করা
- ❖ কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে নিজস্ব তহবিল ছাড়াও বহি: উৎস্য সৃষ্টি / খোঁজা
- ❖ প্রাক্কলিত বাজেট নিয়ন্ত্রণ এবং যথাযথ ভাবে গৃহীত কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন

৯.২ বাজেট পরিবর্তন/পরিমার্জন

- ❖ পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নাধীন সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য মূল্যস্ফীতির হারে বাজেট সংশোধন করা যেতে পারে
- ❖ প্রয়োজনে বাজেট পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন করত: সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করা

১০.০ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কৌশল

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলি যাতে ফলপ্রসু এবং কার্যকর ভাবে রক্ষিত এলাকা গুলো সংরক্ষন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবহিকতা বজায় রাখতে পারে সেই লক্ষ্যে আইপ্যাক এর কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় এবং বাস্ড়বসম্মত পদক্ষেপ গ্রহনের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

১০.১ আইপ্যাকের আওতাধীন ২৫টি রক্ষিত এলাকার জন্য এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ঃ

ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৬টি রক্ষিত বন এবং ৫টি রক্ষিত জলাভূমির জন্য যে ২১ টি রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে তাতে দিকনির্দেশনা সম্বলিত এ অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থপনা সংগঠনগুলি যদি সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উলেণ্ঢখিত দিকনির্দেশনা মোতাবেক তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমগুলো যথাযথ ভাবে পরিচালনা করে তবে প্রকল্প মেয়াদান্ড়ে তাদের ধারাবাহিকতা অবশ্যই বজায় থাকবে।

১০.২ ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

প্রশিক্ষনের মাধমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দলগত কর্মদক্ষতা উন্নয়নের ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আইপ্যাক প্রকল্পের অন্যতম মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এখানে উলেণ্ঢখ করা প্রয়োজন যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির ব্যবস্থাপনার জন্য যে সকল সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সেই মোতাবেক সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলি তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে কিনা সেই বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন ঃ

- ❖ যথাসময়ে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নির্ধারিত সভাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়া (যেমন: সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি, পিপলস্ ফোরাম, নিসর্গ সহায়ক, ভিলেজ কমিউনিটি ফোরাম এর নির্ধারিত সভাগুলো)।
- ❖ প্রতিটি সভার কার্যবিবরনীসহ সিদ্ধান্ড়নির্ধারিত মহলে প্রেরন করা
- ❖ ভিসিএফ, এন এস এবং পি এফ সংগঠন গুলোর কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে সিএমসি কর্তৃক মনিটর করা।
- ❖ সংশি- ষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নির্ধারিত সভাগুলো যথা সময়ে সম্পাদন করা, ইত্যাদি।

এছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থাপনা যাতে নিয়মনীতি মোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয় সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে হবে। যেমনঃ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের (সিএমসি/আরএমও) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন করা।
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সকল আয় ব্যয় স্বচ্ছতার সাথে হিসাবায়িত করা
- ❖ দক্ষতার সাথে রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি সহ অন্যান্য ফি আদায়
- ❖ কাউন্সিল কমিটিতে সিএমসি/আরএমও এর আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং অনুমোদন করিয়ে নেওয়া
- ❖ নির্ধারিত সময়ে অভিজ্ঞ অডিটর দ্বারা হিসাব নিকাশ অডিট করানো, ইত্যাদি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপরই সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা নির্ভলশীল।

উলেণ্ঢখ্য যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি 'পারফরমেন্স মনিটরিং স্কোরকার্ড' প্রনয়ন করা হয়েছে যা কার্যকর ভাবে সম্পাদিত কার্যক্রম/উন্নয়ন ধারাবাহিক ভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। প্রসঙ্গত যে এই কার্য্যক্রমের মাধ্যমে সরকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা এবং প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধি পাবে যা সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর সাথে সংরক্ষনের বিষয়ে সমর্থন বৃদ্ধি করবে ফলশ্রুতিতে একত্রে কাজ করা সহজ হবে।

১০.৩ দীর্ঘ মেয়াদী এবং সম্বন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ঃ

প্রতিটি রক্ষিত এলাকায় নিদিষ্ট সম্ভাবনাময় বিষয়গুলি চিহ্নিত করে দীর্য়মেয়াদী এবং সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সকল সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সোসাল ওয়েল ফেয়ার দপ্তরে নিবন্ধন করা যাতে তারা তহবিল সংগ্রহ/সৃষ্টি এবং এর ব্যবস্থাপনা করতে পারে। তহবিল সংগ্রহ সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে ঃ

- ❖ রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি, পার্কিং ফি ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ
- ❖ রক্ষিত এলাকার ইকো-ট্যুরিজম থেকে প্রাপ্য আয়ের ভাগ
- ❖ আরন্যক ফাউন্ডেশন এর সাথে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সেতুবন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফান্ড
- ❖ সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির সুযোগ করিয়ে দেওয়া
- ❖ অন্যান্য দাতা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আর্থিক সমর্থন প্রাপ্তির লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন এবং দাখিল করা, ইত্যাদি।

উলেণ্ঢখিত সম্ভাবনাগুলো যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো গেলে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অবদান রাখবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১০.৪ 'নিসগ্য নেটওয়ার্কের' পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরনঃ

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে 'পলিসি এবং আইনগত' সমর্থন লাভের লক্ষ্যে নতুন 'রক্ষিত এলাকা নীতিমালা' প্রনয়নসহ সহ সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে অন্র্ড়ভূক্ত করে বিদ্যমান 'বন আইন' এবং 'বন্যপ্রানী আইন' সংশোধন কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ড় পর্যায়। এছাড়াও বিদ্যমান জাতীয় বন নীতিতে ও 'সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে' অর্ন্ড়ভূক্ত করে বন বিভাগ একটি যুগোপযোগী জাতীয় বননীতি প্রনয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আইপ্যাকের অর্জন যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক।

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন মহলে তুলে ধরা সহ সরকারী সমর্থন আদায় এবং সরকারী আর্থিক এবং কারিগরী সহায়তা প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি কাজে লাগানো গেলে সরকারের সক্রিয়/ফলপ্রসু সহযোগী হিসাবে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষা নিশ্চিত হবে।

১০.৫ মত-বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওর্য়াক স্থাপন ঃ

রক্ষিত এলাকা সংরক্ষনে 'সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' বাংলাদেশ সরকারের আইন এবং পলিসি গত সমর্থন লাভ সহ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্তে কার্য্যকর প্রভাব বিস্ড়ারের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কণ্ঠ (National Voice) এবং মঞ্চ (Platform) স্থাপনের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্য্যকর নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা জর"রী। এই লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলোর সংশিণ্টষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করা জর"রী। এছাড়াও সহ-ব্যবস্থাপনা নেটওর্য়াক এর মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ফোরামে সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়টি উপস্থাপনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

১১.০ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন পরিকল্পনা

১১.১ জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকার কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় আবহাওয়া। কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে একটি এলাকার আবহাওয়ার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা কিন্তু মানুষের কর্মকান্ডে তা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানব অস্ড়িত্বসহ এ গ্রহের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন।

১১.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ

প্রাকৃতিক কারণ ঃ যেমন: ভূ-কম্পন, সৌর শক্তির তারতম্য, পৃথিবীর কক্ষীয় পরিবর্তন, আগ্নেয়গিরি, সামুদ্রিক স্রোতের তারতম্য, ক্রমাগমন ইত্যাদি।

মনুষ্য সৃষ্ট কারণ ঃ যেমন: গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা, বনাঞ্চল ধ্বংস, ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ইত্যাদি।

১১.৩ মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

১১.৩.১ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

- ধারনা করা হয় যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ১০-১৫% ভূমি পণ্ডাবিত হবে। যার ফলে উপকূলীয় এলাকায় জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে, কৃষি, বসতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ড় হবে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১মিটার বৃদ্ধি পেলে এই অঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যহত হবে, পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে কৃষি ও মৎস সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে জলোচ্ছাস্জনিত ক্ষতির ব্যাপ্তি ও পরিমান হবে আরও ভয়াবহ যা জাতীয় দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- দরিদ্র, ভূমিহীন জনগন যাদের বসতবাড়ি করার মত জায়গা নেই তারা বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

১১.৩.২ অতি বৃষ্টিপাত

জলবায়ু পরিবর্তত হলে দেশব্যাপী বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত অতিমাত্রায় বাড়বে। এতে বর্ষায় বিশেষ করে মাতা মহুরী নদী এবং আশপাশের ছড়ায় পানির প্রবাহ বাড়বে, যাতে বাড়াবে বন্যার প্রকোপ। অধিক বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা ও মৌসুমী বন্যার পরিমান বৃদ্ধির কারণে আউস বা আমন চাষের এলাকা কমে যাবে এবং ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হবে।

১১.৩.৩ নদীর ক্ষীণ প্রবাহ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুকনো মৌসুমে মাতা মহুরী নদী ও আশপাশের ছড়ার পানি হ্রাস পাবে। নদী/ছড়ার ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি অভ্যন্ড়রে প্রবেশ করে পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। নদী পথে নাব্যতা সংকটের কারণে অনেক এলাকার নৌপথ শুষ্ক মৌসুমে চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে এলাকার সেচ ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়তে পারে। নদীর ক্ষীন প্রভাব নদী দূষন বৃদ্ধির অন্যতম কারন হতে পারে।

১১.৩.৪ আকস্মিক বন্যা

দেশের দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলের ১,৮০০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার। পাহাড়ী এলাকার বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক পরিসংখ্যান ও নদীর পানি প্রবাহের ধরন থেকে দেখা গেছে যে, প্রতি ২-৩ বছর পর পর বাংলাদেশে বিশেষ করে দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলে এরকম আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়।

১১.৩.৫ খরার প্রকোপ

কোন এলাকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশী হলে সেখানে খরা দেখা দেয়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে এবং স্থানীক বিচারে বৃষ্টিপাত সমভাবে বন্টিত না হলে খরা দেখা দেয়। কোন অঞ্চলের মাটিতে আর্দ্রতার অভাবে দেখা দেয় খরা; এতে ফসল হানি ঘটে এবং উদ্ভিদাদি জন্মাতে পারে না।

১১.৩.৬ ঝড় ঝঞ্চা

উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে ঝড়ের উদ্ভব হয়। পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই ঘূর্ণিঝড়ের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশ প্রতি বছর মে-জুন এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। ঘূর্ণি ঝড়ের ফলে দক্ষিন-পূর্বে জেলা সমূহে বিশেষ করে কক্সবাজর এবং এর অধীন মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের শতবর্ষী গর্জন গাছ এবং সমুদ্র তীরবর্তী কোষ্টাল বাগান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১১.৩.৭ নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন

বিগত ২০ বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, দক্ষিন-পূর্ব অঞ্চলে ভূমি ক্ষয় ও নদী ভাঙ্গন বেড়েছে। এতে কক্সবাজার জেলার নদীগুলো বিশেষ করে মাতা মহুরী নদীর তীর সমূহ মারাত্নক ভাঙ্গনের কবলে পতিত হয়। অপরদিকে নতুন ভূমি গঠন হলেও বালিয়ারীর কারনে এখনও ভালোভাবে চাষাবাদ করা যাচ্ছে না।

১১.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জন্য করণীয় অভিযোজন সমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও দূর্যোগ হ্রাসের নিমিত্তে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান সহ এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জন্য নিম্নবর্নিত অভিযোজন সমূহ গ্রহন করা যেতে পারে:

১১.৪.১ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি/ঝড় ঝঞ্চা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত/নদীর ক্ষীন প্রবাহ জনিত ঝুঁকির অভিযোজন

- কম সময়ে পাকে এমন ধানের জাত উদ্ভাবন করে তার চাষ করা
- এলাকায় বাড়ীঘর, রাস্ড়াঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো অকাল বন্যা ও ঝড় সহিষ্ণু করে তৈরী করা
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ড় নীতিমালায় পরিবর্তন আনা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসতি স্থাপনে নিরুৎসাহিত করা
- কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত পরিবর্তন আনা, দুর্যোগ সময়ের আগেই কাটা যায় এমন ফসলের চাষ করা
- ভাসমান সবজী বাগান এবং উঁচু পিট পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে এলাকায় বর্ষা মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা
- প্রয়োজনীয় সংখ্যায় এলাকা ভিত্তিক গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করে মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যের মজুদ ও সংরক্ষণ করা, যাতে আপদকালীন সময়ে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়।

- দীর্ঘ শিকড় হয় এমন গাছ লাগানো
- নদীর নব্যতা রক্ষার্থে নিয়মিত ড্রেজিং করা

১১.৪.২ পানির ঝুঁকির অভিযোজন

- শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকটের কারণে ফসল ও মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে হাজা মজা পুকুর পুণঃ খননের ব্যবস্থা করে মৎস্য চাষ করা।
- বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানাবিধ পানি বাহিত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ড়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা করা এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

- ভূ-উপরিভাগের পানি পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কাজ করা সহ পর্যাপ্ত সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।
- ভু-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করে চক্রাকারে (Recycle) পানি শোধন করে ব্যবহার করা সহ নদী খালের পানি বিশুদ্ধ রাখা এবং পয়ঃ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।

১১.৪.৩ স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন

- প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে জলবায়ুর প্রকোপ দেখা দেয় এবং এতে শিশুরাই অধিক হারে আক্রান্ড় হয়। শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানো সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্ড়র্ভূক্ত করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের উপর কি ধরনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে তার উপর গবেষণা পরিচালনা করা এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসুচি গ্রহণ করা।

১১.৪.৪ উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন

- এলাকা ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অবস্থার উপর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোনিং করে সে মতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। যেমন: নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাবে এমন অঞ্চল, খরাক্রান্ড় বা বন্যা কবলিত হবে এমন অঞ্চল, ইত্যাদি।
- কৃষি খাতের উন্নয়নে ক্ষতি এড়ানোর জন্য কম সময়ে পাকে এমন ফসলের জাত এবং বন্যার ঝুঁকি এড়ানো যায় এরকম চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করা।
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংশিণ্টষ্ট সকল সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জলবায়ু পরিবর্তন, এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানোর উপায়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ড় ঝুঁকি মোকাবেলার পরিকল্পনা রাখা এবং এ সংক্রান্ড় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা।

১১.৪.৫ খরা ঝুঁকির অভিযোজন

- খরা বৃদ্ধির ফলে ফসল হানি ঘটছে, দেখা দিচ্ছে খাদ্যাভাব। অনাহারে-অর্ধাহারে ও অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতা দেখা যাচ্ছে ব্যপকহারে।
- অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে অনেক জলাভূমি শুকিয়ে যাবে। ফলে জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের যোগান (মাছ, শাক-সবজি) কমে যাবে বা ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। এতে খাদ্যের অভাবসহ মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং দরিদ্র জনগণের খাদ্য ঝুঁকি বাড়বে।

১১.৫ সম্ভাব্য অভিযোজনের উপায়সমূহ

- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম-ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় দল গঠন

- দুর্যোগ পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ সহ দুর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি গ্রহণ
- গ্রাম ভিত্তিক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন সহ গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন
- কমিউনিটি ভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং সময়মত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্ড়র
- বেড়ীবাঁধ/বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ/এলাকাভিত্তিক গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন
- খাদ্যাভাস পরিবর্তন সহ বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণ
- বন্যা সহিষ্ণু নলকূপ স্থাপন/ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষন/নতুন পুকুর খনন/পূনঃখনন, ইত্যাদি
- খরা/জলাবদ্ধতা/লবনাক্ত সহিষ্ণু ফসলের চাষ
- কমিউনিটি ভিত্তিক বীজ ভান্ডার তৈরি/ ভাসমান সবজি চাষ/বনায়ন/উন্নত চুলার ব্যবহার/ খাঁচায় মাছ চাষ, ইত্যাদি।

১১.৬ স্থানীয় জনগন কর্তৃক চিহ্নিতকৃত মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি এবং সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা :

বর্তমান ব্যবস্থাপনা (Management Situation) / অবস্থা

১. সিএমও এর নাম ঃ **মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি**
২. রক্ষিত এলাকার নাম ঃ **মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান**
৩. অবস্থান (গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা) ঃ

সিএমও	গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	পাগলীর বিল	খুটাখালী	চকরিয়া	কক্সবাজার
ঐ	উত্তর মেদাকচ্ছপিয়া	খুটাখালী	চকরিয়া	কক্সবাজার
ঐ	পূর্ব গর্জনতলী	খুটাখালী	চকরিয়া	কক্সবাজার
ঐ	সেগুন বাগিচা	খুটাখালী	চকরিয়া	কক্সবাজার
ঐ	মধ্যম গর্জনতলী	খুটাখালী	চকরিয়া	কক্সবাজার
ঐ	পশ্চিম গর্জনতলী	খুটাখালী	চকরিয়া	কক্সবাজার
ঐ	সিকদার পাড়া	খুটাখালী	চকরিয়া	কক্সবাজার
ঐ	নলবুনিয়া	খুটাখালী	চকরিয়া	কক্সবাজার
ঐ	বাকুম পাড়া	খুটাখালী	চকরিয়া	কক্সবাজার
ঐ	কুতুবদিয়া পাড়া	খুটাখালী	চকরিয়া	কক্সবাজার
ঐ	মসজিদপাড়া	খুটাখালী	চকরিয়া	কক্সবাজার
ঐ	অফিস পাড়া	খুটাখালী	চকরিয়া	কক্সবাজার
ঐ	হাজী পাড়া	খুটাখালী	চকরিয়া	কক্সবাজার

৪. জনসংখ্যা ঃ ১৯২৪৯ জন পুর ুষ ঃ ১০৫১৪ জন নারী ঃ ৮৭৭৫ জন
৫. শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ঃ ২৪.০০%
৬. ভূপ্রকৃতি ঃ পাহাড়ী ও সমতল ভূমি
৭. অবকাঠামো (পাকা সড়ক, কাঁচা সড়ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেড়ীবাঁধ, আশ্রয় কেন্দ্র, হাট / বাজার ইত্যাদি) ঃ

নাম	বিবরণ	মন্ড়ব্য
পাকা সড়ক	১০ কিঃ মিঃ	
কাঁচা সড়ক	৪৭ কিঃমিঃ	
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৬ টি	
বেড়ীবাঁধ	১৮ কিঃমি ঃ	
আশ্রয় কেন্দ্র	২টি	ইউ্নিয়ন পরিষদ কাম আশ্রয় কেন্দ্র
হাট / বাজার	৩ টি	

৮. নদ-নদী ঃ খাল ঃ প্রধান খাল ১টি

প্রধান খাল	অবস্থান	আয়তন
খুটাখালী ছড়া	লামা উপজেলার পাশ দিয়ে বয়ে এসে খুটাখালী বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে মেদের খাল হয়ে মহেশখালী চ্যানেল এ পড়েছে।	কর্ম এলাকায় দৈঘ্য প্রায় ৪ কি.মি

৯. বিল / জলাশয় / হাওড় / বিল (সংখ্যা / এলাকার পরিমাণ) ঃ প্রযোজ্য নহে

১০. বনাঞ্চল (বনের ধরন, প্রধান প্রজাতি ও পরিমাণ) ঃ মিশ্র চিরহরিৎ , জাতীয় উদ্যান ৩৯৬ (হেক্টর), বাফার এলাকা ১৫৩৭ হেক্টর, প্রধান প্রজাতিঃ সেগুন, চাপালিশ, ডুমুর, বহেড়া, অর্জুন, ডেউয়া, নরই, বাশ, বেত, কদম, চাতিম, কাঠাল, বন্য আম, জাম, জামরুল ইত্যাদি।

১১. কৃষি জমি ও উৎপাদিত ফসল ঃ ৫৪৩০ হেক্টও, ধান, গম, আলু, বেগুন, লাউ, কুমড়া, শশা, সীম, ইত্যাদি

১২. প্রাকৃতিক দূর্যোগ (দূর্যোগের ধরন, সময়কাল ও ক্ষয়ক্ষতি) ঃ

ছক-১ প্রাকৃতিক দুর্যোগের তথ্যাবলী

দুর্যোগ	দুর্যোগের তীব্রতা (খুব বেশী, বেশী, মধ্যম ও কম)	সময়কাল	কয়টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে	প্রাসঙ্গিক তথ্য
খরা	বেশী	চৈত্র - বৈশাখ, ২০০৯	৮৬০	
বন্যা	বেশী	আষাঢ়-শ্রাবন ২০০৭-২০০৯	৮১০	
ঘুর্নিঝড়	খুব বেশী	বৈশাখ-১৯৯১ - জৈষ্ঠ্য- ১৯৯৭	৬৫০	
লবনাক্ততা	বেশী	চৈত্র-বৈশাখ (প্রতি বছর)	৮২০	

ছক -২ দুর্যোগের মাত্রা নির্ধারণ

দুর্যোগের ধরন	সংকটপূর্ণ	খুব গুর"তর	গুর"তর	গুর"তর নয়	আদৌ কোন ঝুকি নেই
খরা		✓			
ঘুর্নিঝড়			✓		
বন্যা		✓			
লবনাক্ততা			✓		

ছক -৩ দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্র"স্ড়খাত নির্ধারন

দুর্যোগের ধরন	কৃষি	মৎস্য	পশুসম্পদ	যোগাযোগ অবকাঠামো (রাস্ড়া/ ঘাট, ব্রীজ/ কালভাট)	অবকাঠামো (বাড়ী/ ঘর/ প্রতিষ্ঠান)	স্বাস্থ্য	শিক্ষা (স্কুল/কলেজ)	জীবিকা	অন্যান্য
খরা	✓	✓	✓			✓		✓	
ঘুর্নিঝড়	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
বন্যা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
লবনাক্ততা	✓	✓	✓			✓		✓	

ছকঃ ৪ অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায় বিশেণ্ডষণ

দুর্যোগ/ বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায়	এ ধরনের কাজ করা হয় কিনা	কেন করা হয় না	না করলে কি করতে হবে
খরা	পুকুর খনন করার ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ব্যক্তি উদ্যোগ, ইউনিয়ন পরিষদ এর সাথে যোগাযোগ করা
	গভীর নলকুপ স্থাপন করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজনস্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী বিভাগের সাথে সমন্বয় করা
	সচেতনতা বৃদ্ধি করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	প্রশিক্ষণ উপকরণ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, বেসরকারী সংস্থা, ইউপি এর সাথে যোগাযোগ করা
	উন্নত সেচ সুবিধা ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব এবং যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ব্যক্তি উদ্যোগ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ এর সাথে যোগাযোগ করা
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, স্থানীয় সরকার, উপজেলা কৃষিবিভাগ, সমবায় এবং যুব উন্নয়ন বিভাগ এবং বেসরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা
	খাল পূনঃখননের ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাখে যোগা যোগ করা
ঘুর্নিঝড়	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ত্রাণ ও পূর্ণবাসন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা
	সচেতন করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	প্রশিক্ষণ উপকরণ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, বেসরকারী সংস্থা, ইউপি এর সাথে যোগাযোগ করা
	বসতবাড়ী মজবুতকরণ	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	সচেতনতা বৃদ্দি এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগ বাড়ানো প্রয়োজন
	প্যারাবন সৃষ্টি বরা	না	সচেতনতার অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	সচেতনতা বৃদ্দি এবং সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ বাড়ানো
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ এর সাথে যোগাযোগ করা আইপ্যাক প্রকল্প, আশা, প্রশিকা, গ্রামীণব্যাংক, ব্রাক,কোষ্ট ট্রাষ্ট, দিগন্ত,এর সাথে যোগাযোগ করা
বন্যা	খুটাখালী ছড়া র পাড় উচুকরণ	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাখে যোগা যোগ করা
	জনসচেতনতা সৃষ্টি	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	প্রশিক্ষণ উপকরণ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, বেসরকারী সংস্থা, ইউপি এর সাথে যোগাযোগ করা
	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	না	তহবিলের অভাব,	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ত্রাণ ও পূর্ণবাসন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা

দুর্যোগ/ বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায়	এ ধরনের কাজ করা হয় কিনা	কেন করা হয় না	না করলে কি করতে হবে
			যথাযথ উদ্যোগের অভাব	
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ এর সাথে যোগাযোগ করা আইপ্যাক প্রকল্প, আশা, প্রশিকা, গ্রামীণব্যাংক, ব্রাক,কোষ্ট ট্রাষ্ট, দিগন্ত,এর সাথে যোগাযোগ করা
	খুটাখালী ছড়া র খনন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ত্রাণ ও পূর্ণবাসন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাখে যোগা যোগ করা
লবনাক্ততা	লবনাক্ততা সহিষ্ণু ফসল আবাদ করা	না	দক্ষতার অভাব ও সচেতনতার অভাব	গ্রাম পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ,উপজেলা কৃষি বিভাগের সাথে যোগাযোগ।
	স্লুইস গেইট নির্মান	না	পরিকল্পনা ও তহবিলের অভাব এবং যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাখে যোগাযোগ করা
	বেড়ীবাধ নির্মানএবং সংস্কার	না	পরিকল্পনা ও তহবিলের অভাব এবং যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাখে যোগাযোগ করা

ছকঃ ৫ সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা

এলাকার নাম	বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায় সমূহ		প্রয়োজনীয় সম্পদ	মূল্য নির্ধারণ	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
		স্বল্প মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী				
মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	**খরা**	পুকুর খনন করার ব্যবস্থা করা-১০		শ্রম ,অথ ও লোকবল	২০ লক্ষ	পাউবো, স্থানীয় সরকার, এনজিও , দাতা সংস্থা	
			সচেতন করা	সভা, র‍্যালি,সেমিনার	৫ লক্ষ	সরকারী বেসরকারী এবং দাতা সংস্থা	
			গভীর নলকূপ স্থাপন ১০ টি	অর্থ, লোকবল	৫ লক্ষ	স্থানীয় সরকার, ডি পি এইচ ই, এনজিও	
			খাল পূনঃ খনন-৩টি	অর্থ, লোকবল	১০ লক্ষ	পাউবো, স্থানীয় সরকার, এনজিও , দাতা সংস্থা	৩ কি. মি.
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা		অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	৩০ লক্ষ	সরকারী বেসরকারী এবং দাতা সংস্থা	

এলাকার নাম	বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায় সমূহ		প্রয়োজনীয় সম্পদ	মূল্য নির্ধারণ	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
		স্বল্প মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী				
	ঘুর্নিঝড়		আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান-২টি	অর্থ, লোকবল	১০০ লক্ষ	সরকার ও বেসরকারী সংস্থা	
			সচেতন করা ১০টি	সভা, র‍্যালি,সেমিনার	২ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
		বসতবাড়ী মজবুতকরণ		অর্থ, উপকরণ	০	স্ব উদ্যোগ	
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা		অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	৫০ লক্ষ	সরকারী বেসরকারী এবং দাতা সংস্থা	
	বন্যা		খুটাখালী ছড়ার পাড় উচুকরণ ৩ কিঃ মিঃ	অর্থ, লোকবল	১০ লক্ষ	সরকার ও বেসরকারী সংস্থা	
			জনসচেতনতা সৃষ্টি ৫টি	অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	৫ লক্ষ	সরকারী বেসরকারী এবং দাতা সংস্থা	
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা - ১০০০		অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	২০ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
			খুটাখালী ছড়ার খনন এর ব্যবস্থা করা-৪ কিঃ মিঃ	অর্থ, লোকবল	২০ লক্ষ	সরকার ও বেসরকারী সংস্থা	
	লবনাক্ততা	লবনাক্ততা সহিষ্ণু ফসল আবাদ করা	দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষন এর ব্যবস্থা	অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	১০ লক্ষ	সরকারী বেসরকারী এবং দাতা সংস্থা	
			বেড়ীবাধ নির্মানএবং সংস্কার ৫ কি:মি:	শ্রম ,অথ ও লোকবল	২০ লক্ষ	পাউবো, স্থানীয় সরকার, এনজিও , দাতা সংস্থা	
			স্লুইস গেইট নির্মান	শ্রম ,অথ ও লোকবল	২০ লক্ষ	পাউবো, স্থানীয় সরকার, এনজিও , দাতা সংস্থা	

ছক-৬ গোষ্ঠীভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের মনিটরিং

কার্যক্রম	সূচক	অর্জিত সাফল্য (সংখ্যা/ পরিমাণ				মোট	মন্ড়ব্য
		১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার		
পুকুর খনন করার ব্যবস্থা করা	১০ টি	২	৩	৩	২	১০	
খাল পূনঃখনন করা	৫টি (১০ কি. মি.)	১ (২ কি. মি.)	১ (৩ কি. মি.)	১ (৩ কি. মি.)	২ (২কি;মি.)	৫ (১০ কি.মি.)	
সচেতন করা	১৫ টি সভা	৩	৩	৪	৪	১৫ টি সভা	
গভীর নলক্ড়প স্থাপন	১০ টি	২	৩	৩	২	১০টি	
বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	২০০০পরিবার	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০	২০০০	
আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	২ টি	০	১	০	১	২	
বসতবাড়ী মজবুতকরণ	১০০০ টি	২০০	২০০	২০০	৪০০	১০০০	
খুটাখালী ছড়ার পাড় উঢুকরণ ৩ কিঃ মিঃ	৩ কিঃ মিঃ	১	১	১	০	৩	
খুটাখালী ছড়ার খনন এর ব্যবস্থা করা-৪ কিঃ মিঃ	৪ কিঃ মিঃ	২	০	২	০	৪	
লবনাক্ততা সহিষ্ণু ফসল আবাদ করা	১০০০ পরিবার	৩০০	৩০০	২০০	২০০	১০০০	
স্লুইস গেইট নির্মান	৫টি	১	২	১	১	৫	

পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সম্ভাব্য)
মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি
(জুলাই' ২০১০ - জুন' ২০১৫)

ক্রমঃ		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	*০*	***আবাসস্থল সংরক্ষণ কার্যক্রম***								
১	১	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ সভা	সংখ্যা	১১	৩০	৩৩০	√	-	√	
১	২	সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা	সংখ্যা	৬২	৫	৩১০	√	-	√	
১	৩	যৌথ পেট্রলিং দলের মাসিক সভা (১ টি দল, সদস্য সংখ্যা ২১)	সংখ্যা	৬০	১.৫	৯০	√	-	√	
১	৪	গ্রাম সংরক্ষণ দলের সভা (১৩ টি)	সংখ্যা	৭৮০	১.৫	১১৭	√	-	√	
১	৫	পিপলস ফোরামের ত্রৈমাসিক সভা (সদস্য সংখ্যা ২৬)	সংখ্যা	২০	৫	১০০	√	-	√	
১	৬	ইয়োথ ক্লাবের সাথে সমন্বয় সভা (দুই মাসে একবার) (নাই)	সংখ্যা							
১	৭	যৌথ পেট্রলিং দলের পেট্রলিং উপকরণ সহায়তা (ছাতা, লাঠি, বাঁশী ইত্যাদি) (২১ জনকে ২বার)	সংখ্যা	৪২	৩	১২৬	√	-	-	
১	৮	পেট্রোলিং দলের সদস্য আহত হলে চিকিৎসা ব্যয়	সাকুল্যে	০	-	১২০	√	-	√	
১	৯	বন টহল দলের সদস্যদের আপদকালীন সহায়তা	সাকুল্যে	০	-	১২০	√	-	√	
১	১০	বন্যপ্রাণী আহত হলে চিকিৎসা ব্যয়	সাকুল্যে	০	-	১৫০	√	√	√	
১	১১	বন সম্পর্কিত দ্বন্দ নিরসন সভা (প্রয়োজন হলে)	সাকুল্যে	০	-	৫০	√	-	√	
১ এর মোট						১৫১৩				
২	*০*	***সচেতনতামূলক সভা ও সমাবেশ/কার্যক্রম ঃ***								

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	১	সিএমসি'র সাথে স্থানীয় সুশীল সমাজের মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	২০	৫	১০০	√	-	√	
২	২	বন থেকে অবৈধ বৃক্ষ নিধন, কাঠ চুরি, বন ভূমি দখল, বনে আগুন দেয়া ও বনকে অবৈধ চারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার বন্ধে গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	১৫	৩	৪৫	√	-	√	
২	৩	সংরক্ষণ কার্যক্রমের জন্য পুরষ্কার/প্রেষণা: ১) বন বিভাগ, সিএমসি সদস্য, যৌথ পেট্রলিং দলের সদস্য, বাফার বাগানের উপকারভোগী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য	সংখ্যা	২৫	৫	১২৫	√	√	√	
২	৪	বাফার বাগন উপকারীভোগীদের দায়-দায়ীত্ব বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	২১	১	১০০	√	-	√	
২	৫	স্থানীয় জনগণ/কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৫	১	৫	√	-	√	
২	৬	বাস-জীপ-ট্রাক-ট্যাম্পু ড্রাইভার/মালিকদের সাথে বন থেকে অবৈধভাবে লাকড়ি ও গাছ/কাঠ পরিবনহন বন্ধে মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√	-	√	
২	৭	উন্নত চুলা (বন্ধু চুলা) সম্পসারণ/ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	১০	৩	৩০	√	-	√	
২	৮	পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতামুলক সভা	সংখ্যা	১০	৫	৫০	√	-	√	
২	৯	পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক গণ নাটক,গণ সঙ্গীত পরিবেশণা	সংখ্যা	১০	১২	১২০	√		√	
২	১০	বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা/ঈমামদের সাথে সচেতনতামূলক কর্মসূচী/সভা	সংখ্যা	৫	৪	২০	√		√	
২	১১	পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্যোগী বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ	সাকুল্যে	০	-	২০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	১২	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কার্যক্রম টেকসইকরণ (বন্ধু চুলা) বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্ড়াবনা তৈরী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন	সংখ্যা	০	-	১৫	√	-	√	
২ এর মোট						৬৫৫				
৩	*০*	***বিভিন্ন দিবস উদযাপন ঃ***								
৩	১	জাতীয় দিবস	সংখ্যা	১৫	৫	৭৫	√		√	
৩	২	পরিবেশ দিবস	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৩	সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস পালন	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৪	ধরিত্রী দিবস উদযাপন	সংখ্যা	৫	২	২৫	√		√	
৩ এর মোট						১৫০				
৪	*০*	***মূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম***								
৪	১	ফলের বাগান সৃজন	হেক্টর	৫	৩০	১৫০		√		
৪	২	ঔষধী গাছের বাগান সৃজন	হেক্টর	৫	৩০	১৫০		√		
৪	৩	ক্লিনিং ,কপিচ ব্যবস্থাপনা, মোথা কাটিং, গ্রেডিং, গত বছরের বাফার বাগান ব্যবস্থাপনা	হেক্টর	৫	১২	৬০		√		
৪	৪	আগুন নির্বাপণি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়/ব্যবস্থাপনা	সাকুল্যে			১০০		√		
৪	৫	বন্যপ্রাণী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠির জন্য জলাধার সংস্কার/ছড়া	সংখ্যা	২	১০০	২০০	√	√		
৪ এর মোট						৬৬০.০০				
৫	*০*	***ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল ব্যবস্থাপনা***								

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫	১	বাগান ও প্রাকৃতিক বন ব্যবস্থাপনা ২০১০-২০১১ সালের বাফার বাগান উত্তোলণ	হেক্টর							
৫	২	খুটাখালী গ্রামীণ ব্যাংক হতে মধ্যম গর্জনতলী পর্যন্ড় রাস্থা মেরামত	কি:মি:	১.৫	৩০০	৪৫০	√		√	
৫	৩	উলেখিত রাস্ড় মেরামত (২য় বছর)	কি:মি:	১.৫	৫০	৭৫	√		√	
৫	৪	ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কালভার্ট/ব্রীজ নির্মাণ	সংখ্যা	২	১০০	২০০	√	√	√	
৫	৫	ইকো-কটেজ স্থাপন	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	-	√	
৫	৬	টুরিষ্ট স্প তৈরী	সংখ্যা	২	৩০	৬০	√	√	√	
৫	৭	ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় নলকুপ স্থাপন	সংখ্যা	৫	৪০	২০০	√	√	√	
৫ এর মোট						১০৮৫.০০				
৬	*০*	***জীবিকায়ন কর্মসূচী সুনির্দিষ্টকরণ***								
৬	১	বন টহল দলের সদস্যদের জন্য গর" মোটাতাজাকরণ/ বিকল্প কর্ম সংস্থান	সংখ্যা				√		√	
৬	২	মাছ চাষ		৫০	৮	৪০০				
৬	৩	কৃষি		১০০	৩	৩০০				
৬	৪	বসতভীটায় সবজি চাষ		৫০০	১	৫০০				
৬	৫	সেলাই প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতা		২০	৫	১০০				
৬	৬	বাঁশ বেতের কাজ		১০০	৩	৩০০				
৬	৭	নার্সারী স্থাপন		২০	৩	৬০				
৬	৮	হাস-মুরগী পালন		১০০	১	১০০				

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬	৯	বাশের নার্সারী স্থাপন		১০	৫	৫০				
৬ এর মোট						১,৮১০.০০				
৭	*০*	***সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন কার্যক্রম***								
৭	১	রেঞ্জ কর্মকর্তার অফিসের সাথে যোগাযোগের জন্য ছয়টি ওয়াকিটকি সহ কন্ট্রোলরুম স্থাপন	সাকুল্যে							
৭	২	টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন (পিকআপ)ক্রয়	সংখ্যা	১	১,৫০০.০০	১,৫০০.০০	√	√	-	
৭	৩	টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেড নির্মাণ	সংখ্যা	৪	২০	৮০	√	√	√	
৭	৪	ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয়	সংখ্যা	১	১৫	১৫	√	-	√	
৭	৫	ইন্টারনেট মডেম ক্রয়	সংখ্যা	১	৫	৫	√	√	-	
৭	৬	অফিস সরঞ্জাম	সাকুল্যে	০	-	১০০	-	√	-	
৭ এর মোট						১,৭০০.০০				
৮	*০*	***দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম***								
৮	১	নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার চালুকরণ	সংখ্যা							
৮	২	তথ্যকেন্দ্র সংস্কার/উন্নয়ন	সংখ্যা	১	৩০	৩০	√	-	√	
৮	৩	প্রধান গেইট সংলগ্ন টিকিট কাউন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	১	৫০	৫০	√	-	√	
৮	৪	মেধাকচ্ছপিয়া প্রবেশ পথে স্থায়ী গেইট নির্মাণ	সংখ্যা	১	২৫০	২৫০	√	-	√	
৮	৫	পার্কের ভিতরে বিধিনিষেধ সম্বলিত সাইন বোর্ড	সংখ্যা	১০	৫	৫০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮	৬	ট্রেইলে দিক নির্দেশক স্থাপন	সংখ্যা	২	০.৫	১০	√	-	√	
৮	৭	পুরাতন সাইনবোর্ড সংস্কার ও রং করা	সংখ্যা	৫	২	১০	√		√	
৮	৮	নেচার ট্রেইল এ প্রাকৃতিক ছড়ার উপর কাঠের ব্রীজ সংস্কার ও নির্মাণ	সংখ্যা	২	২৫	৫০	√	-	√	
৮	৯									
৮	১০	ন্যাচার ট্রেইল সংস্কার/উন্নয়ন (৫বছরে ২বার)	সংখ্যা	২	২০	৪০	√	-	√	
৮	১১	নতুন পিকনিক স্পট নির্মাণ	সংখ্যা	১	১০০	১০০	√	-	√	
৮	১২	ইকো-গাইডদের জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	সাকুল্যে	৫	২০	১০০	√	-	-	
৮	১৩	ট্রেইলে পরিবেশ বান্ধব গোলঘর স্থাপন	সংখ্যা	৬	২০	১২০	√	-	√	
৮	১৪	প্রয়োজনীয় ট্র্যাশ ক্যান স্থাপন	সংখ্যা	২০	১	২০	√	-	√	
৮	১৫	স্টুডেন্ট ডরমেটরি চালু করণ	সাকুল্যে							
৮	১৬	পর্যটকদের জন্য ওয়াচ টাওয়ার তৈরী	সংখ্যা	১	১,০০০.০০	১,০০০.০০	√	-	√	
৮	১৭	স্টুডেন্ট ডরমেটরি পাশে লেক তৈরী	সংখ্যা							
৮	১৮	প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রতিটি কার্যক্রম প্রচার	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	-	√	
৮	১৯	পার্কিং স্থান সম্প্রসারণ	সংখ্যা	১	৫০	৫০	-	-	-	
৮	২০	হাইকিং ট্রেইলে বসার বেঞ্চ তৈরী	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√	-	√	
৮	২১	উদ্যানে পিকনিক স্পট, মসজিদ ও টুরিস্ট সপে পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপ	সাকুল্যে	১	৫০	৫০	√	-	-	
৮	২২	শিশুদের পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা উপকরণসহ/চিত্ত বিনোদনের জন্য শিশু কর্ণার তৈরী	সংখ্যা	১	৫০০.০	৫০০.০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮	২৩	টয়লেট তৈরী	সংখ্যা	৫	২০.০০	১০০	√		√	
৮	২৪	প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও বেতন প্রদান (৫ বছর) প্রতি মাসে ৫ জন	সংখ্যা	২৫	৫	১২৫	√	-	√	
৮	২৫	যাতায়াত ভাতা	সাকুল্যে	০	-	৫০				
৮ এর মোট						২,৮৩০.০				
৯	*০*	***গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম***								
৯	১	জীব ও গাছের ইনভেন্টরী ও গাছের গায়ে নামাংকৃত পেইট স্থাপন	সাকুল্যে	০	-	৫০	√	√	-	
৯	২	সি এম সি ও বন কর্মকর্তাদের ক্রস ভিজিট	সাকুল্যে	০	-	২০০	√	√	√	
৯	৩	জীববৈচিত্র্যের স্বাস্থ্য পরিবীক্ষণ	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	√	-	
৯	৪	আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবীক্ষণ	সাকুল্যে	০	-	১০০	√			
৯	৫	বিদেশে শিক্ষা সফর (ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেষ্টার ও সিএমসি সদস্য)	সাকুল্যে	০	-	৫০০	√	-	-	
৯	৬	প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশে)- এসিএফ, ফরেস্ট রেঞ্জার, ডেপুটি ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেস্টার, ফরেস্ট গার্ড, সিএমসি সদস্য, এনজিও স্টাফ	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	√	-	
৯	৭	প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশে)- গ্রাম সংরক্ষণ দল/ পরিষদ/কমিটি	সংখ্যা	৪	২৫	১০০	√	-	-	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৯	৮	শিক্ষা সফর-গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (দেশে)	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	-	-	
৯ এর মোট						১,২৫০				
১০	*০*	*বিবিধ/ক্রয়*								
১০	১	ষ্টেশনারী ক্রয় (কাগজ, ফাইলপত্র, অন্যান্য)	সাকুল্যে	০	-	২০	-	-	√	
১০	২	সি.এম.সি-র হিসাব অডিটিং	সংখ্যা	৩	১৫	৪৫	-	-	√	
১০	৩	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত ও ক্রয়	সাকুল্যে	০	-	১৫	-	-	√	
১০	৪	আপ্যায়ন	সাকুল্যে	০	-	২০				
১০	৫	ফাইল ক্যাবিনেট ক্রয়	সংখ্যা	১	১০	১০	-	-	√	
১০ এর মোট						১১০				
সর্বমোট						**১১,৭৬৩.০**				